



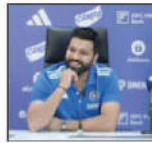
রাজ্যে প্রথম দু'দফার ভোটের নজরকে সামনে রেখে তৃতীয় দফাতেও অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে নির্বাচন কমিশন উদ্যোগী হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৩



সৌমেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা কাঁথিতে। শুধু তাই নয়, শিশির অধিকারীকেও মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। ...বিস্তারিত পাতা ৫



ভোটের আবহে ভয়ঙ্কর শব্দে কেঁপে উঠল বার্নাপুর স্টিল প্ল্যান্ট লাগোয়া এলাকা। হঠাৎ করে এমন বিস্ফোরণের শব্দে তুমুল হইচই শুরু হয়ে যায় এলাকায়। ...বিস্তারিত পাতা ৭



রিক্রিকে কেন টি২০ বিশ্বকাপের মূল দলে রাখা হয়নি? তা নিয়ে যুক্তি সাজানোর চেষ্টা করলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরবাল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘তৃণমূল আর বিজেপি হল, একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ’

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২ মেঃ চাণে পড়ে এবার বয়ান বদলানো বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী। আসলে তাঁর ওই ভিডিও ভাইরাল হয়ে যাওয়ায় লোকসভা নির্বাচনের পরশুমে চাণে পড়ে যান তিনি। তৃতীয় দফায় মালদা উত্তর-দক্ষিণ, জাম্পুর, মুর্শিদাবাদ আসনে নির্বাচন রয়েছে। এই আবহে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরীর একটি মারাত্মক বক্তব্যসহ ভিডিও ফাঁস করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাতে বিজেপিকে সমর্থন করার কথা বলতে শোনা গিয়েছে। অথচ ইন্ডিয়া জেটে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, জয়রাম রমেশকে মন্তব্য করতে হয়। আর আজ, বৃহস্পতিবার ডায়ালগ কন্ট্রোল করতে সাংবাদিক বৈঠক করলেন অধীর চৌধুরী। এদিকে বাংলায় কংগ্রেস-সিপিএমের আসন সমঝোতা হয়েছে। একে অন্যের হয়ে বড় প্রশংসা করে সভা করছেন। এই আবহে কংগ্রেস প্রার্থী মূর্তজা হোসেনের সমর্থনে সভা করতে যান অধীররঞ্জন চৌধুরী। সেখানেই সভা মঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বদলে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন বহরমপুরের বিদায়ী সাংসদ। ওই সভা মঞ্চ থেকে অধীর চৌধুরীকে একাধিকবার বলতে শোনা গেল, “তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার থেকে ভাল বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া।” এই বক্তব্যের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ওই আট সেকেন্ডের ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে জলগোলা হল আসরে নেমে পড়ে কংগ্রেস হাইকমান্ড। এই বিষয়ে সংবাদসংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শীর্ষ নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, “আমি ওই ভিডিও দেখিনি। আর জানি না কোন প্রেক্ষিতে এমন কথা তিনি বলেছেন। তবে একটা বিষয় আমি পরিস্কার করে জানাতে চাই যে, কংগ্রেসের এখন একমাত্র লক্ষ্য, বিজেপি ২০১৯ সালে যে আসন পেয়েছিল বাংলায় তা বড় রকমের হ্রাস হোক। এটা বিধানসভার ভোট নয়। এটা লোকসভার ভোট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন, তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস ইন্ডিয়া জেটে আছে। যদিও বাংলায় আমাদের আসন সমঝোতা হয়নি।” এই পরিস্থিতিতে আর কোনও উপায় দেখতে পাননি অধীর চৌধুরী। তাই বিষয়টি নিয়ে এবার মুখ খুলতে বাধ্য হলেন। বলেন, “এটা খোলা মঞ্চ। এখানে কোনও চুরি বা লুকোনোর বিষয় নেই। আমি বলতে চেয়েছি, তৃণমূল আর বিজেপির মধ্যে যে অসিদ্ধিত জোট হয়েছে তাতে তৃণমূলকে ভোট দেওয়া আর বিজেপিকে ভোট দেওয়া একই ব্যাপার। তৃণমূল আর বিজেপি হল, একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আসলে ওয়া যমজ ভাই। বুঝেছেন?”

‘সিএএ নিয়ে ভয় পাবেন না’ আইএএস, আইপিএস অফিসারদের বিজেপির হয়ে কাজ করতে বলা হচ্ছে ফোন করে। মমতা

দুরন্ত বার্তা, তেহট্ট, ২ মেঃ কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের সমর্থনে প্রচারে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে গিয়ে আরও একবার সংসদ থেকে মহুয়াকে বহিস্কার নিয়ে মুখ

কেন্দ্র চ্যুত্রে গেলে সাপ বেড়িয়ে যাচ্ছে। মমতা এও বলেন, “মহুয়াকে নিয়ে ওদের খুব ছালা। ও মুখে উপর কথা বলে দেয়া। ভয় পায় না।” তৃণমূল প্রার্থীকে ‘বাঘ’ বলেও সম্বোধন করেন তিনি। বলেন, “ও

বেচার। কিছু জানে না। ওঁর বাড়িতেও তল্লাশি করে এল। ওদের কাজ যেমন করে হোক মহুয়াকে হারানো।” তেহট্টের জনসভার মঞ্চ থেকে এদিন দুর্নীতি প্রসঙ্গে মুখ খোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।



খোলেন তৃণমূল সূত্রিণী। তৃণমূল প্রার্থীকে পাশে দাঁড় করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যত একহাত নেন তিনি। বলেন যে, “আগামী কাল এখানে বিজেপি নেতারা মিথ্যা কথা বলতে আসছেন। কারণ মহুয়াকে নিয়ে ওদের খুব ছালা।” বস্তুত, ঘৃণ নিয়ে সংসদে প্রশ্ন করার অভিযোগে উদ্ভাল হয়েছিল সংসদ। বহিস্কার হুম মহুয়া। চর্চায় উঠে আসে তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক তথা সূত্রিণী কোর্টের আইনজীবী জয় অনন্ত দেহদ্রাইয়ের প্রসঙ্গও কিন্তু মহুয়া মৈত্রের পাশে বারবরই থাকতে দেখা সূত্রিণী। আজও প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, “কার সঙ্গে কার বন্ধুত্ব

লড়াই করে বাঘের বাচ্চার মতো।” মুখ্যমন্ত্রী দাবি, মহুয়া মৈত্র যেহেতু হামি এসেছে বাংলায় তদন্ত করতো। চারটি রাজ্য বেছে নিন। মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলা। তাদের রেকর্ড কার্টা ফেলুন এজি রিপোর্ট সহ। দেখবেন একটা কিছু পাবনি বাংলার দুর্নীতির বিরুদ্ধে।” তা সত্ত্বেও কেন বাংলাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। রাজ্যের স্থানীয় বিজেপি নেতাদের কথাতেই কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে ১০০ দিনের টাকা সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি

বিজেপি সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেছেন, “৩৫০টা কেন্দ্রীয় হামি এসেছে বাংলায় তদন্ত করতো। চারটি রাজ্য বেছে নিন। মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলা। তাদের রেকর্ড কার্টা ফেলুন এজি রিপোর্ট সহ। দেখবেন একটা কিছু পাবনি বাংলার দুর্নীতির বিরুদ্ধে।” তা সত্ত্বেও কেন বাংলাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। রাজ্যের স্থানীয় বিজেপি নেতাদের কথাতেই কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে ১০০ দিনের টাকা সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি

‘পার্থ মন্ত্রী না থাকলেও তিনি যে কতটা প্রভাবশালী, তা আদালতে বসেই বুঝছি’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মেঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মুখ্যসচিবের ভূমিকায় ফুর্ক কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকাকে তুলোথনা করেন। বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, “পার্থ মন্ত্রী না থাকলেও তার ক্ষমতা বেশ বুঝতে পারছি আদালতে বসে।” রাজ্যের তরফে আদালতে সওয়াল করা হয়, “আমাদের সাত সওয়াই সময় লাগবে।” বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি তখন বলেন, “খুব খারাপ। এটা ইচ্ছাকৃত সেবি।” বিচারপতি বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেন, “আদালত অবমাননার কৌশল নিচ্ছেন নাকি? আমাদের নির্দেশের অবমাননা এটা? এই মামলার দ্রুত হওয়ার গুরুত্ব বুঝুন। আপনি এজি হয়ে যদি না বোঝেন এবং আদালতের কথা না শোনেন, তাহলে বিচারব্যবস্থার অপমান। সিরিয়াস ন্যূটার।” রাজ্যের মুখ্যসচিবের উদ্দেশ্যে বিচারপতি আরও বলেন, “এটা কোনও সাধারণ ল্যাক্সার্জ হতে পারে না। এটা গণতান্ত্রিক পরিকার্টামোয় এভাবে স্ট্যান্ট চলে না। গণতান্ত্রিক পরিকার্টামোয় বিশ্লেষণ যাবে।” পদ নয় পথে আছি। তৃণমূলের কবী ছিলাম, থাকব। আজ না হয় কাল মমতা-অভিষেক বুঝবেন, অনুধাবন করবেন। এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে দলটা চালিয়ে যাব। এদিকে কুণাল যখন সাংবাদিকদের এ কথা বলছেন তখন পাশ থেকে একটা ই স্লোগান বারবার শোনা পাতে লাগল, দাদা তুমি এগিয়ে চল আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তাতেই যেন বারবার বিদ্রল হতে দেখা গেল কুণালকে। কিছুদূর এগিয়ে ফের থাকলেন কুণাল। বলেন, “সারারাত ফোনের পর ফোন এসেছে জেলা থেকে। আমি কৃতজ্ঞ। এটা অনেকটা বড় পাণ্ডা। কী হবে পদ নিয়ে।”

করা হয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। তারপর একে একে প্রেফতার করা হয় মধ্যশিক্ষা পর্যদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, এসএসসি’র প্রাক্তন সোয়ারম্যান সুবীর্ষে ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সচিব অশোককুমার সাহা-সহ একাধিক সরকারি অধিকারিককে। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে বিচার শুরু করতে গেলে রাজ্য সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে মুখ্যসচিবের কাছ থেকে অনুমোদন চাওয়া হয়। কিন্তু আজও পর্যন্ত সেই অনুমোদন দেয়নি রাজ্য। এদিন

বিচারপতি সে প্রসঙ্গে বলেন, “আমরা জানমতাম আপনারা খুব ভালো বন্ধু। আপনারা বন্ধুরা আপনাকে রক্ষা করছে। শেষ দিনেও যদি রাজ্য অনুমোদন না দেয় তাহলেও অবাক হব না। এসব স্ট্যাটুটি খুব ভালো বুঝি।” পার্থকে বিচারপতি বলেন, “আপনি প্রভাবশালী ছিলেন। এটি প্রভাবশালী ক্রিমিনাল প্রক্রিয়ার ওপরেও প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।” বিচারপতির মন্তব্য, “এটা প্রতিষ্ঠানের যত্নহীন। মুখ্যসচিবের পেন উঠছে না? ভাবা যায় এমন অবস্থা। আমরা বেশ বুঝতে পারছি এর কারণ। আপনার যখন গোপন বন্ধু আছেন তারই আপনার জামিনের ডাঙা নির্ধারণ করবেন।”

হাওড়ার পঞ্চায়েত অফিসে শ্যুট আউট

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ মেঃ হাওড়ার পঞ্চায়েত অফিসে শ্যুট আউট। দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম হয়েছেন দুজন। তাদের একজনের পায়ে গুলি লেগেছে বলে খবর। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। ভরদুপুরে এই ঘটনায় তুমুল শোরগোল পড়ে বাকড়ার তিন নম্বর পঞ্চায়েত অফিসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা দেড়টা নাগাদ তিনজন দুষ্কৃতী পঞ্চায়েত অফিসে ঢোকে। প্রধানের খোঁজ করে তারা। তারপরেই গুলি ছুড়তে শুরু করে। গুলি লেগে বনবান করে ভেঙে পড়ে কাচের দরজা-জানলা। আচমকা এমন ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কর্মচারীরা। ছোটখাটু শুরু হয়ে যায়। পালানোর সময় গুলি লাগে দুজনের। গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে, এই পঞ্চায়েতেরই এক প্রাক্তন সদস্যের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।

‘আজ না হয় কাল মমতাদি-অভিষেক বুঝবেন’, চোখে জল কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মেঃ বুধবার গিয়েছিল রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ। বৃহস্পতিবার দলের তারকা প্রচারকের তালিকা থেকেও বাদ নাম। তাতেই যেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের মনে বিধানে ভেদ। কলকাতার রাজপথে দলের কবী, অনুগামীদের পাশে পেয়ে চোখে এল জল। খানিকটা আবেগভাজিতও হয়ে পড়লেন। বলেন, “কুণাল ঘোষের কোনওদিন পদ লাগেনি। পদ নয় পথে আছি। তৃণমূলের কবী ছিলাম, থাকব। আজ না হয় কাল মমতা-অভিষেক বুঝবেন, অনুধাবন করবেন। এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে দলটা চালিয়ে যাব। এদিকে কুণাল যখন সাংবাদিকদের এ কথা বলছেন তখন পাশ থেকে একটা ই স্লোগান বারবার শোনা পাতে লাগল, দাদা তুমি এগিয়ে চল আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তাতেই যেন বারবার বিদ্রল হতে দেখা গেল কুণালকে। কিছুদূর এগিয়ে ফের থাকলেন কুণাল। বলেন, “সারারাত ফোনের পর ফোন এসেছে জেলা থেকে। আমি কৃতজ্ঞ। এটা অনেকটা বড় পাণ্ডা। কী হবে পদ নিয়ে।”

এরপরই খানিক ফোনের সুর শোনা গেলে তার গলায়। বলেন, “দলের মধ্যে বিরোধীদের বিরুদ্ধে যারা আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছেন তাঁরাই আজ কোণঠাসা।”

তালিকা!” এখানেই নাম থেমে কুণাল আরও বলেন, “আমি বা আমার মতো দু’একজন সব কিছু পিছুটান ভুলে, পিছন দিকে না তাকিয়ে অল আউট আটাক করতাম। তা

দলের যদি মনে হয় এ সব দরকার নেই, দল বুঝবে। যারা চালাচ্ছে তারা বুঝবে।” আগেও অধিকারীকে চোর বলতে গেলে তিনবার বাধকরমে যেতে হয় তাদের আবার কী

বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছিল তিনি এখনও রয়েছেন মন্ত্রিসভায়। কার দিকে ইঙ্গিত করছেন কুণাল? চাপানউতোর বাড়ছে। প্রসঙ্গত, উত্তর কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে এদিন তৃণমূল কর্মীরা আসেন কুণালের কাছে। ৪২ নম্বর ওয়ার্ড, ৩০ নম্বর ওয়ার্ড, সিটি কলেজের তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা এদিন চাঁদনি চকের কাছে কুণালের যে কার্যালয় রয়েছে সেখানে ভিড় করেন। প্রসঙ্গত, এদিনই আবার কুণালের হয়ে ব্যাট ধরছেন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। তাঁর গলাতেও খানিক একই সুর শোনা গিয়েছে শান্তনুর গলাতে। বলেন, “বিগত কয়েক বছরে দল যখন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছে তখন শান্তনু সেন বা কুণাল ঘোষ, আমাদের মতো হাতগোনা কয়েকজন আগু-পিছু না ভেবে দলের হয়ে বলে গিয়েছি, দলকে ডিফেন্ড করে গিয়েছি। বিরোধীদের চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছি। একটা মানুষের এক দুদিনের মন্তব্যের জন্য তাঁর অতীতের যে দলের প্রতি যে অবদান সেটা কিন্তু হঠাৎ শূন্য হয়ে যায় না।”

বুকিং চলছে

গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া

9875658238
8820071827
8334826975

‘রীতি ছাড়া বিবাহ বৈধ নয়’, পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ মেঃ হিন্দু বিবাহ শুধুমাত্র নাচগান বা খাওয়ানওয়ার অনুষ্ঠান নয়। হিন্দু বিবাহ আইনের অধীনে নির্দিষ্ট রীতি ছাড়া তা বিবাহ হিসাবে গণ্য হবে না। এমনটাই বলল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিডি নাগারঙ্গ ও বিচারপতি অগাস্টাইন জর্জ মালিহ-র বেষ্ধে একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার শুনানিতে বিচারপতিদের তরফে বলা হয়, বিবাহ হল একটি সংস্কার। ভারতীয় সভ্যতার মূল্যবোধ জড়িয়ে রয়েছে বিবাহের সঙ্গে। সম্প্রতিই দুই কমাশিয়াল পাইলটের বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেন। তাদের হিন্দু মতে কোনও রীতি পালন করে বিবাহ হয়নি। মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বেষ্ধের তরফে যুব সাক্ষ্যের কাছে আবেদন জানানো হয়, বিবাহের মতো প্রতিষ্ঠানের অংশ হওয়ায় আগে তারা যেন গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে এবং ভারতীয় সমাজে বিবাহকে কতটা পবিত্র হিসাবে গণ্য করা হয়, তা বিবেচনা



করে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বেষ্ধের তরফে বলা হয়, বিবাহ শুধুমাত্র নাচ-গান ও খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান নয়, বা চাপে পড়ে পণ ও উপহার লেনদেনের অনুষ্ঠান নয়। বিবাহ কোনও বাণিজ্যিক লেনদেন নয়। এটি হল একজন পুরুষ ও মহিলার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি, যারা ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পরিচিত হবেন। ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তিই এটি। বিবাহকে সমত্া, সম্মতিবির ভিত্তিতে আজীবনের পবিত্র মিলন বলে উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্টের বেষ্ধের তরফে বলা হয়, “যুবক-যুবতীদের কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া নিজেদের স্বামী-স্ত্রীর পরিসে দেওয়ার এই অভ্যাসকে আমরা অনুমোদন দিচ্ছি না।” হিন্দু বিবাহ হল একটি পবিত্র অনুষ্ঠান। ঋক বেদ অনুসারে হিন্দু বিবাহে সপ্তপদী (সাত পাকে বোরা)–র পর স্বামী তাঁর স্ত্রীকে বলেন, “এই সাত পাকে আমরা সখা হলাম। এই বন্ধুত্ব থেকে আমরা কখনও আলাদা হব না।” স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়। তবে তাঁর নিজেরও পরিস্যকে গ্রহণ করা হয় এবং বিবাহে তাদের সমান সঙ্গী হিসাবে গণ্য করা হয়। গত ১৯ এপ্রিলের নির্দেশেও সুপ্রিম কোর্টের তরফে বলা হয়েছিল, সপ্তপদীর মতো হিন্দু বিবাহের নিয়ম ছাড়া বিবাহকে হিন্দু বিবাহ বলে গণ্য করা হয় না।

বিজেপিতে যোগ ‘অনুপমা’ খ্যাত বাঙালী অভিনেত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ মেঃ লোকসভা ভোটের মাঝে বিজেপির বড় চমক। গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন টেলিভিশন দুনিয়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রূপালি গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার দিল্লিতে দলীয় সদর দফতরে বিজেপিতে নাম লেখানো বাঙালিকন্যা। এদিন গেরুয়া শিবিরের নেতা বিনোদ তাওড়ে এবং অনিল বাবুদ্রির উপস্থিতিতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন রূপালি। বিজেপির সদর দফতরে পৌঁছে দলের পতাকা হাতে তুলে নেন ‘অনুপমা’ খ্যাত অভিনেত্রী। এবণর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, “উন্নয়নের মহাযজ্ঞ চলছে। সেই মহাযজ্ঞে সামিল হতেই আমার রাজনীতিতে আসা।” এর আগে গত মার্চ মাসে একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেছিলেন রূপালি। সেই অনুষ্ঠানে মোদির সঙ্গে একই মঞ্চে তাঁকে দেখা যায়। ইন্‌সটিগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের মুহূর্তকে জীবনের সবথেকে সেরা ও স্মরণীয় দিন বলে উল্লেখ করেছিলেন অভিনেত্রী। সেদিন তিনি লিখেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার কাছে স্বপ্ন সতি হওয়ার মতো। সারাতেই বনাম সারাভাই সিরিয়ালে রূপালির চরিত্রটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তারপর আর বাঙালিকন্যাকে মুম্বইয়ের কেরিয়ারে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। মাঝে বিয়ে করে সংসারি হন অভিনেত্রী। তখনও টুকটাক চলছিল সিরিয়ালের কাজ। তবে জীবনে মাতৃত্ব আসার পর লম্বা বিরতিতে চলে যান রূপালি। এবণর অনুপমা সিরিয়ালের মূল চরিত্রে ফের কামব্যাক করেন তিনি। আর কামব্যাক সিরিয়ালই তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যায়। এবার সেই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়েই রাজনীতিয় কেরিয়ার শুরু করতে চলেছেন রূপালি।

লোকসভা ভোটে সবথেকে ধনী প্রার্থী তবু সারল্যে ভরা প্রচার পল্লবীর

পানাজি, ২ মেঃ দক্ষিণ গোয়ার কুয়েমের তালুকার একটি ছোট গ্রাম গুড়ি পরেদা। লোকসভা ভোটের কোটিপতি বিজেপি প্রার্থী পল্লবী ডেম্পেপার সারল্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন সেই গ্রামের আম জনতা। টয়োটা ইনোভায় চেপে স্থানীয় পঞ্চায়েতের হল ঘরে পৌঁছান ডেম্পেপা। তিনি ছিলেন গাড়ির পিছনের সিটে। পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা অনেক কাগজপত্র। ভোটের প্রচার সভার ফাঁকেই নিজের অফিসের কাজকর্ম সেরে নিচ্ছেন তিনি। আর তাঁর মহিলা সেক্রেটারি বসে ছিলেন সামনের সিটে। ভুইভারের পাশের আসনে। পরনে হলুদ শাট। কালো ব্লাউজ। গলায় একটি লম্বা মকলসূত্র। কপালে কুমকুম। চুলে সাদা ফুলের মালা। দু’হাতে একটা করে সোনালি চুড়ি। শাড়ির আঁচ কাঁধের পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে রাখা। একেবারে গোয়ান হিন্দু সংস্কৃতি যেমন হয়। ৪৯ বছর বয়সি পল্লবী ডেম্পেপা শেখের সবথেকে ধনী লোকসভা ভোটের প্রার্থী। তাঁর স্বামী ডেম্পেপা গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রীনিবাস। স্বামী ও তাঁর মিলিয়ে ডেম্পেপার মোট সম্পত্তি ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। তাছাড়া পল্লবীই হলেন গোয়া থেকে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রথম কোনও মহিলা প্রার্থী। গোয়ার অন্যতম সম্ভ্রান্ত শিল্পপতি পরিবার হল ডেম্পেপারা। তাদের শিপিং থেকে শুরু করে মিডিয়া, ফুটবল, শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ রয়েছে তাদের। পাশাপাশি বিভিন্ন চ্যারিটির কাজও করে ডেম্পেপা গ্রুপ। সেই ডেম্পেপা পরিবারে পল্লবীর ঝুলিতে রয়েছে বিসনেস ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি। পুনের মহারাষ্ট্র ইন্‌স্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে বিসনেস ম্যানেজমেন্ট স্নাতকোত্তর ডিগ্রি রয়েছে তাঁর। মিডিয়া, রিয়েল এস্টেট, শিক্ষা ও ডেম্পেপাদের চ্যারিটির বিভিন্ন কাজকর্মেরে দেখভাল করতেন পল্লবী। প্রচার সভায় পল্লবী ডেম্পেপা তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন একেবারে খাঁটি কোঙ্কনি ভাষায়। পল্লবী রাজনীতিতে নবগত। তবে নিজের লোকসভা কেন্দ্রের বিষয়ে ভালই তথ্য রয়েছে তাঁর কাছে। তাঁর এলাকায় কোন সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি, তাও যথেষ্ট বোঝেন। এখানে ২৪ শতাংশ ভোটার রয়েছেন, যাঁরা ক্যাথলিক। পল্লবী বলেন, “আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, আমরা কখনোই ধর্মের ভিত্তিতে পড়ায়দের মধ্যে বৈষম্য বা ভাগাভাগি করি না। আমরা দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদেরও আর্থিক সাহায্য করি।”

মোদিকে ‘নকল’ করেই জনপ্রিয়তা, এবার মোদির বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছেন এই কমেডিয়ান



বারাণসী, ২ মেঃ প্রতিদ্বন্দ্বী বাডল নরেন্দ্র মোদির। ২০১৪, ২০১৯ সালের মতো এবারের লোকসভা নির্বাচনেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লড়ছেন বারাণসী কেন্দ্র থেকে। তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন শ্যাম রঙ্গিলা। পেশায় তিনি কমেডিয়ান। প্রধানমন্ত্রী মোদির নকল করেই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এবার তিনি লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লড়াই করার ঘোষণা করলেন। বুধবার এক হাভেন্ডলে পোস্ট করে শ্যাম রঙ্গিলা লেখেন, বারাণসী থেকে লড়াই করার ঘোষণা তার আপনাদের সকলের থেকে ভালবাসা পেয়ে আমি অপ্রত্যা। শ্রীহাই বারাণসী পৌঁছে আমি মনোনয়ন ও নির্বাচন নিয়ে কথা বলব। এর আগের পোস্টেই রঙ্গিলা লিখেছিলেন, “আমি বারাণসী সেন্ট্র থেকে লড়ব কারণ আজকাল কোনও নিশ্চয়তা নেই যে কে কখন মনোনয়ন প্রত্যাহার করে দেয়।” সংবাদমাধ্যমেরও মুখোমুখি হয়ে ওই কমেডিয়ান বলেন, “২০১৪ সালে আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভক্ত ছিলাম। প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন জানিয়ে আমি একাধিক ভিডিয়োও পোস্ট করেছিলাম। রাহুল গান্ধি ও কেজরীবালের বিরোধিতা করেও একাধিক ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলাম। ওই ভিডিয়ো দেখে কেউ বলতেই পারেন যে আগামী ৭০ বছর আমি শুধু বিজেপিকে ভোট দেব। কিন্তু বিগত ১০ বছরে পরিস্থিতির অনেক বদল হয়েছে। আমি নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে লড়ব।” তিনি আরও বলেন, “আমি প্রার্থী হওয়ায় বারাণসীর মানুষেরা ভোটদানের সময় অপশন পাবে। সুরাট, ইন্দোলের মতো হবে না। আমি এই সপ্তাহেই বারাণসী যাব ও মনোনয়ন জমা দেব।”

রাহুল গান্ধিকে সমর্থন পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রীরা! কংগ্রেসকে ধুয়ে দিল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২ মেঃ লোকসভা নির্বাচনে এবার ঢুকে পড়ল পাকিস্তানও! বিজেপি বনাম কংগ্রেসের লড়াইয়ে মাঝে পাকিস্তানের এক মন্ত্রীর পোস্টকে ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে সমর্থন জানিয়ে পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী চৌধুরী ফাওয়াদ হুসেনের পোস্টের পরই শুরু হয় বিতর্ক। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ক্যাবিনেটের মন্ত্রী ছিলেন ফাওয়াদ হুসেন। সম্প্রতিই তিনি রাহুল গান্ধির একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন। ক্যাপশনে লেখেন, রাহুল অন ফায়ার। এই পোস্ট সামনে আসার পরই বিতর্কের বড় ওঠে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এই পোস্টের উল্লেখ করে বলেন, কংগ্রেসের যেখানে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানেই পাকিস্তান দৃশ্য করছে। কংগ্রেসের জন্য এখন পাকিস্তানের নেতারা প্রার্থনা করছেন। শাহজাদাকে (রাহুল গান্ধি) প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য পাকিস্তান উত্তলা হয়ে উঠছে। এতেই কংগ্রেসের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগ সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে। দেশের শত্রুদের আজ ভারতে শক্তিশালী সরকারের নয়, দুর্বল সরকারের প্রয়োজন। এমন দুর্বল সরকারের প্রয়োজন যারা মুম্বইয়ে ২৬/১১ হামলা চালানোর মতো। দেশের শত্রুদের ২০১৪ সালের আগের মতো দুর্নীতপ্রস্ত সরকারের প্রয়োজন। বিজেপির মুখপাত্র ‘তথা অহিট সেনের প্রচারণা অমিত মালব্যাও কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, “চৌধুরী ফাওয়াদ হুসেন, যিনি ইমরান খানের ক্যাবিনেটের মন্ত্রী ছিলেন, তিনি রাহুল গান্ধির প্রচার করছেন। কংগ্রেস কি পাকিস্তানে নির্বাচনে লড়ছে?”

প্রচার সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট বেশি। সেই মহিলাদের মন জেতারও চেষ্টা দেখা গেল বিজেপি প্রার্থীর গলায়। বললেন, “আমি বিজেপির প্রথম মহিলা প্রার্থী। আপনারাই আমাকে বলুন, এমন কোনও কাজ কি আছে, যা পুরুষরা করতে পারে, কিন্তু মহিলারা পারে না?” তিনি যখন এই প্রশ্ন করছেন, তখন সামনে বসে থাকা ভিড়ের মধ্যে শুধুই করতালি। খুব লম্বা-চওড়া বক্তব্য নয়। খুব বেশি হয় মিনিট পাঁচেকের বক্তব্য রাখেন পল্লবী। তার মঞ্চেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের কথা তুলে ধরেন তিনি। ভোটারদের কাছে বার্তা দেন, ফের এবার মোদিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য। নিজের সম্পর্কে বললেন শুধু একটাই কথা, “আমি শুধু একটাই কথা বলতে পারি, আমি দিল্লিতে আপনাদের কষ্টস্বর হয়ে উঠব।”



দক্ষিণ গোয়া লোকসভা আসনের জন্য পল্লবী ডেম্পেপাকে বেছে নেওয়া বিজেপির অনেক কর্মীকে অবাক করেছে। প্রাক্তন সাংসদ নরেন্দ্র সাওয়াইকর, প্রাক্তন বিধায়ক চন্দ্রকান্ত কুভালেকারের মতো রাজনীতিকদের বদলে ছোট ময়দানে নামানো হয়েছে তাঁকে। উল্লেখ্য, অযোগ্য্যয় রাম মন্দিরের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছিল পল্লবী ও শ্রীনিবাসকে। ইঙ্গিত সেখান থেকেই মিলেছিল যে তাদের দু’জনের মধ্যে থেকে কাউকে ভোটের প্রার্থী করা হতে পারে। মুখামন্ত্রী প্রমোদ সাওয়াভ অবশ্য বলেছেন, দক্ষিণ গোয়া আসনের জন্য পল্লবী ডেম্পেপাকে বেছে নেওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “বিরোধীরা বলে তিনি বহিরাগত। কিন্তু তিনি এই মাটিরই মেয়ে। তিনি দক্ষিণ গোয়াতেই বড় হয়েছেন। তিনি জিতলে দক্ষিণ গোয়ার মানুষ একজন শিক্ষিত ও নম্র জনপ্রতিনিধি পাবে।” দক্ষিণ গোয়া

লোকসভা আসন বিজেপির জন্য বরাবরই একটি চ্যালেঞ্জের আসন। ২০০৯ সালে এবং ২০১৪ সালে মাত্র দু’বার এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতেছে বিজেপি। ১৯৬২ সাল থেকে কংগ্রেস ১০ বার এই দক্ষিণ গোয়া থেকে সাংসদ পেয়েছে। এবারের ভোটে কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী হয়েছেন নৌসেনার প্রাক্তন অফিসার ক্যাপ্টেন ভিরিয়াটো ফার্নান্ডেজ। আম আদমি পাটিও তাঁকে সমর্থন দিচ্ছে সেখানে। মারগাও, পোন্ডা, কুয়েপেম, কানাকোনার মতো অঞ্চলগুলি মূলত হিন্দু অধ্যুষিত। রাজনৈতিক মহলের মতে, ডেম্পেপার জয়ের সম্ভাবনা অনেকটা নির্ভর করছে এই অঞ্চলের ভোটারদের উপর। পল্লবী ডেম্পেপা সারস্বত সম্প্রদায়ের একজন। ফলে শ্রীনিবাসদের সঙ্গে যোগ থাকা প্রভাবশালী গৌড়পদাচাৰ্য মঠের থেকেও সমর্থন পেতে পারেন

তিনি। উল্লেখ্য, সারস্বত সম্প্রদায় এই মঠকে ভীষণভাবে মেনে চলে। দক্ষিণ গোয়ায় সবথেকে বেশি জায়গা জুড়ে রয়েছে এই সারস্বত সম্প্রদায়। এক বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা যেনম বলেই দিয়েছেন, তারা দিশেহী, পল্লবীর ডেম্পেপাকে সমর্থনের জন্য বার্তা দিতে পারেন। আমরা আমাদের ক্যাথলিক বিধায়কদের স্পষ্টভাবে বলে দিগেই, পল্লবীর জন্য ভোট ময়দানে ঘাম ঝরিয়ে দিতে হবে। পল্লবীর জয়ের উপরেই নির্ভর করছে, নেতারা দলে কতটা জায়গা পাবেন। তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় হল, ডেম্পেপার সমর্থনে প্রচারে বেরিয়েছেন নাগাল্যান্ডের প্রথম মহিলা রাজ্যসভার সাংসদ এস ফান্দনন কোনিয়াক। ডেম্পেপার সঙ্গে ভোটের প্রচাররতায় গিয়েছিলেন তিনি। ক্যাথলিক ভোটারদের কাছে টানতে ডেম্পেপাও ভোটারদের সঙ্গে ফান্দননের পরিচয় করিয়ে দেন। রাজ্যসভার একজন ক্যাথলিক সদস্য হিসেবে।

না ফেরার দেশে তামিল গায়িকা উমা রামানন

তিরুঅনন্তপুরম, ২ মেঃ না ফেরার দেশে বিখ্যাত তামিলিয়ান গায়িকা উমা রামানন। তিনি ভারত প্লেব্যাক সঙ্গীতে দারুণ ভাবে নিজের অবদান রেখে গিয়েছেন। নানা সময় তিনি দক্ষিণের বিখ্যাত মিউজিক কম্পোজার ইলাইয়ারাজার সঙ্গে জুটি বেঁধে একাধিক হিট উপহার দিয়েছেন। ১ মে ২০২৪ সালে তিনি চলে গেলেন সুরলোক। সুত্রের খবর অনুযায়ী উমা গত বুধবার নারা গিয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তবে তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনও অজানা। তবে কবে কখন তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে সেটা এখনো অজানা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। উমা রামানন তাঁর প্রাথমিক সঙ্গীত শিক্ষা তেও ক্লাসিকাল মিউজিকেরে নিয়েছিলেন পাজহানি বিজয়লক্ষ্মীর থেকে।

দিল্লিতেও নিয়োগে ‘ঘোলা জল’ এক চিঠিতে চাকরি গেল ২২৩ জনের!

নয়াদিল্লি, ২ মেঃ রাজধানীতে এবার নিয়োগে ‘ঘোলা জল’। একথাঙ্কায় চাকরি গেল ২২৩ জন কর্মীর। দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সান্ধো এ দিন ২২৩ জন কর্মীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। অভিযোগ, আম আদমি পাটির সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল যখন দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রধান ছিলেন, সেই সময় তিনি এই বৈআইনি নিয়োগ করেছিলেন। বৃহস্পতিবারই দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অফিস থেকে নির্দেশ জারি করা হয় যে প্যালেস ৪০ জন কর্মীর নিয়োগ রঞ্ধুর করেছিল। কিন্তু দিল্লি কমিশন ফর ওমেন অ্যান্ড অমান্য করে ২২৩টি নতুন পদ তৈরি করা হয়। এর জন্য লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অনুমতিও নেওয়া হয়নি। লেফটেন্যান্ট গভর্নরের জারি করা নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে কমিশনের কোনও অধিকার নেই চুক্তির ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ করার।



একইসঙ্গে কমিশনকে এও জানানো হয়েছিল যে তারা এমন কোনও পদক্ষেপ করতে পারে না অর্থ বিভাগের অনুমতি ছাড়া, যাতে সরকারের উপরে আর্থিক বোঝা বাড়ে। তদন্তে জানা গিয়েছে, নির্ধারিত নিয়ম মেনে নিয়োগ করা হয়নি। দিল্লি মহিলা কমিশনে কর্মী নিয়োগ ও বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গাইডলাইন মানা হয়নি। প্রসঙ্গত, আম আদমি পাটির হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল

বিগত ৯ বছর ধরে দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রধান ছিলেন। সাংসদ হওয়ার পর তিনি এই পদ থেকে ইস্তফা দেন। এখনও এই পদ ফাঁকা রয়েছে। জানা গিয়েছে, স্বাতী মালিওয়ালকে একাধিকবার নিয়োগ নিয়ে অর্থ দফতরের অনুমতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা মানেননি। এই বিষয়ে এখনও অবধি স্বাতী মালিওয়াল ও আম আদমি পাটির তরফে প্রতিক্রিয়া মেনে।

প্রচারে গিয়ে শুধু মিথ্যা বলছেন রাহুল গান্ধি? মিলল হাতেনাতে প্রমাণ

নয়াদিল্লি, ২ মেঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে মিথ্যা বলছেন রাহুল গান্ধি? বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করতে বিকৃত তথ্য ও ভুয়া খবর বলছেন তিনি? এমনটাই মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে। বিজেপির দাবি লাগাতার মিথ্যাচার করছেন রাহুল গান্ধি। ওয়েনাডের বিদায়ী সাংসদের এই মিথ্যাচার এবার ভিডিয়োতেও ধরা পড়ল। প্যামফ্লেট নামক একটি সংবাদমাধ্যম এক্স হ্যাভেন্ডলে একাধিক ভিডিয়ো পোস্ট করে রাহুল গান্ধির মিথ্যাচারের বিষয়টি তুলে ধরেছে। গত ৩০ এপ্রিল মধ্য প্রদেশের ভিন্দে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে রাহুল গান্ধি যে যে দাবি করেছিলেন, তার থেকেই ১০টি মিথ্যা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। কী সেই মিথ্যা? প্রথমেই রাহুল গান্ধি দাবি করেন যে

শ্রমিকদের উপর পুষ্প বর্ষণ করছেন ধন্যবাদ জানানোে। রাহুলের আরও মিথ্যা দাবি ছিল যে দেশের রাষ্ট্রপতি আদিবাসী হওয়ায় তাঁকে রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সংসদের উদ্বোধনেও তাঁকে আমন্ত্রণ করা

প্যামফ্লেট নামক একটি সংবাদমাধ্যম এক্স হ্যাভেন্ডলে একাধিক ভিডিয়ো পোস্ট করে রাহুল গান্ধির মিথ্যাচারের বিষয়টি তুলে ধরেছে।

হয়নি, কারণ তিনি নীচ শ্রেণি। এ প্রসঙ্গে রাম জম্মাভূমি ট্রাস্টের তরফে রাহুল গান্ধি ওই জনসভা থেকেই দাবি করেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদি কৃষকদের জঙ্গি বলেছেন। যদিও এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যেখানে প্রধানমন্ত্রীকে এই কথা বলতে শোনা যাচ্ছে। বরং কৃষকদের উন্নয়নে সরকার কী কী করেছে, তার খতিয়ান দিতে শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি বলেন যে ২০১৪-র আগে সরকারের সমর্থন পেত না কৃষকরা। এখন কোটি কোটি কৃষক পিএম কিসান সম্মান নিধি পাচ্ছে। ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। রাহুলের আরও একটি বড় দাবি, দেশে বেকারত্ব ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। এদিকে, সরকারি তথ্য বলছে বিগত কয়েক বছরে দেশে চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে এবং বেকারত্বের হার কমেছে। কংগ্রেসের ইন্তেহার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রাহুল গান্ধি দাবি করেনেন যে ক্ষমতায় এলে সকলের অ্যাকাউন্টে লক্ষাধিক টাকা পাঠানো হবে। এদিকে যিনি কংগ্রেসের এই ইন্তেহার লিখেছেন, সেই প্রবীণ চক্রবর্তী নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাদের হাতে কোনও তথ্যই নেই। রাহুলের আরও দাবি, রাম মন্দিরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গের গৌতম আদানি ছবি তুলেছিলেন। সেখানেই কংগ্রেস নেতা শিল্পপতি গৌতম আদানিকে নিয়েও মোদি সরকারকে আক্রমণ করেন। রাহুল বলেন যে রেলওয়ে, সোলার পাওয়ার, বিদ্যুৎ, রাষ্ট্র, অস্ত্র-সব জায়গাতেই আদানিকেই কাজ পাইয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। যদিও নথি অনুযায়ী, ইউপিএ জমানায় আদানি গোষ্ঠীর দারুণ বৃদ্ধি হয়েছে। কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতেও বিপুল বিনিয়োগ করেছে আদানি গোষ্ঠী।



স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, “ক্ষমতায় এলে তিনি সংবিধান ধ্বংস করে দেবেন। রাহুলের সেই দাবির ভিত্তিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়, যেখানে দেখা যাচ্ছে, মোদি বলেছেন, বাবা সাহেব আন্দেদকর নিজে আসলেও সংবিধান বদল হবে না। আমাদের সরকারের কাছে সংবিধান গীতা, কোরান, বাইবেল।’ রাহুলের দ্বিতীয় মিথ্যা দাবি ছিল যে রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় কোনও গরিব শ্রমিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অথচ রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিনের ভিডিয়োয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখা যায় তিনি

বলা হয়, রাহুলের দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুরু ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কংগ্রেস নেতা শিল্পপতি গৌতম আদানিকে নিয়েও মোদি সরকারকে আক্রমণ করেন। রাহুল বলেন যে রেলওয়ে, সোলার পাওয়ার, বিদ্যুৎ, রাষ্ট্র, অস্ত্র-সব জায়গাতেই আদানিকেই কাজ পাইয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। যদিও নথি অনুযায়ী, ইউপিএ জমানায় আদানি গোষ্ঠীর দারুণ বৃদ্ধি হয়েছে। কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতেও বিপুল বিনিয়োগ করেছে আদানি গোষ্ঠী।

কোভিশিল্ড নেওয়ায় এখন ভয়ে রাতের ঘুম উড়েছে? রইল যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

করোনাকালের কথা মনে আছে? কী কঠিন দিন দেখতে হয়েছে বিশ্ব জুড়ে সমস্ত মানুষকে। করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত হন কয়েকশো কোটিরও বেশি মানুষ। সংক্রমণ প্রাণ কাড়ে কয়েক কোটি মানুষের। সেই সময় সংক্রমণ থেকে বাঁচতেই তৈরি করা হয়েছিল কোভিড ভ্যাকসিন। ভারত নজির গড়েছিল অন্যান্য দেশগুলির আগেই ভ্যাকসিন তৈরি করে। টিকাকরণেও রেকর্ড গড়ে দেশ। যাই হোক, এখন বিদায়ি পাকিস্তান করোনা। তবু করোনাকে ঘিরে উদ্বেগ কমছে না। এবার চিন্তা বাড়িয়েছে করোনা টিকা। সম্প্রতিই ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি অ্যাস্ট্রাজেনেকা জানিয়েছে, তাদের ভ্যাকসিনে কিছু বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে। জমাট বার্ধতে পারে বস্তু। এরপরই অনেকের রাস্তে ঘুম উড়েছে, কারণ ভারতে এই সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভ্যাকসিন তৈরি করেছিল সেরাম ইন্সটিটিউট। এবার যারা এই সেরাম

দিয়েছেন চিকিৎসকরা। অ্যাস্ট্রাজেনেকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার স্বীকারোক্তির পর, মানুষের মনে সবথেকে বড় যে প্রশ্নটি জেগেছে, তা



কোটিরও বেশি মানুষ কোভিশিল্ডের ভ্যাকসিন নিয়েছেন। তাহলে সবারই কি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে? কী হা হবে কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন? এই সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর

হচ্ছে প্রতিদিন যে বহু মানুষের নীরবে হাট আটাক হচ্ছে, তার কারণ কি এই ভ্যাকসিন? কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন কি হাট আটাকের কারণ হতে পারে? চিকিৎসকরা

ট্যালকম পাউডার থেকে ক্যানসার! ৬৫০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে জনসনকে

নয়াদিল্লি, ২ মেঃ সারা দেশ তো বটেই, একইসঙ্গে গোটা বিশ্বেও একসময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল জনসন অ্যান্ড জনসন বেবি পাউডার। কিন্তু তাদের ট্যালকম পাউডার ব্যবহার করে ক্যানসার হচ্ছে এমন অভিযোগ সামনে আসার পরেই বিশ্বের অন্যতম এই জনপ্রিয় ব্র্যান্ডকে বাজার থেকে একপ্রকার সরিয়েই দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘসময় ধরে মামলা চলছে জনসন অ্যান্ড জনসন কোম্পানির বিরুদ্ধে। মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানা দিতেও বলা হয়েছে। জানা গেছে, কম করণ্ডে ৬৫০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে জনসনকে। প্রথমে প্রায় ২.১ বিলিয়ন ডলার দিয়ে গোটা ব্যাপারটার ফয়সালা করার প্রস্তাব দিয়েছিল জনসন অ্যান্ড জনসন। কিন্তু তারপর সব মিলিয়ে কোম্পানিকে প্রায় ৬.৫ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে জানা যাচ্ছে। ২০১৫ সালে ওভারিয়ান ক্যানস্যারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ৬২ বছরের জ্যাকি ফল্ল। জ্যাকির পরিবার জানান দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে জনসন অ্যান্ড জনসন–এর ট্যালকম পাউডার ব্যবহার করছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ করেন জ্যাকির এই মারণ রোগের কারণ ওই পাউডারই। সেন্ট লুইসের আদালত জনসন অ্যান্ড জনসনকে জরিমানার নির্দেশ দেয়। গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এই হেলথ কেয়ার ফার্মের বিরুদ্ধে ১ হাজারটি মামলা দায়ের হয়ে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী জাানা, আরও হাজারেও বেশি মামলা আদালতে ওঠার অপেক্ষায় আছে। যদিও এই সব অভিযোগই অস্বীকার করেছেন জনসন অ্যান্ড জনসন কর্তৃপক্ষ। দাবি করেছেন, তাদের সব প্রোডাক্টই সুরক্ষিত। জনসন অ্যান্ড জনসন সংস্থার এক মুখপাত্র



সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, এই রায় তারা মেনে নিচ্ছেন না, মিসৌরির সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাবে তাদের সংস্থা। গত কয়েক বছর ধরে সারা আমেরিকায় জনসন অ্যান্ড জনসন সংস্থার বিরুদ্ধে কয়েক হাজার মামলা রুজু হয়েছে। তাদের ট্যালকম পাউডারে ক্ষতিকারক অ্যাসবেস্টস থাকায় গ্রাহকদের মধ্যে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে, এটা বারবার করে বলার পরেও তা শোেননি জনসন। গত বছরেই আমেরিকার এক মহিলা অভিযোগ তুলেছিলেন এই বেবি পাউডার থেকেই মেসোথ্যালিমিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। এর পরেই ক্যালিফোর্নিয়ার সুপিরিয়ার কোর্ট নির্দেশ দেয়, ৩৫ মহিলাকে ভারতীয় টাকায় প্রায় ১৯৯ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সংস্থাকে। শুধুমাত্র ক্যালিফোর্নিয়াতেই ১৩০০০০–এরও বেশি অভিযোগ জমা হয়েছে জনসন অ্যান্ড জনসনের বিরুদ্ধে। গোটা বিশ্বে প্রায় ১২ হাজার মামলাকারী অভিযোগ জানিয়েছেন এই সংস্থার বিরুদ্ধে।

বাবার গাইডেন্সই সাফল্য পেল হুগলির ছেলে তপজ্যোতি মণ্ডল, মাধ্যমিক পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান

দূরন্ত বার্তা, কামারপুকুর হুগলি, ২ মেঃ সর্বদাই ক্লাসে প্রথম স্থান অর্জন করে এসেছে তপজ্যোতি মণ্ডল তপজ্যোতির মাধ্যমিকের মোট প্রাপ্ত নম্বরের পরিমাণ ৬৯০ গান-বাজনা ও কবিতা লেখার প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে তার ,কামারপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র তপজ্যোতি মণ্ডল, সারাদিন বই মুখে গুঁজে বসে থাকলে বাবা বারণ করতেন। পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য জগতের প্রতি নজর দিতে বলতেন পেশায় শিক্ষক সব্যসাচী মণ্ডল।

বাবার গাইডেন্সই সাফল্য পেল হুগলির ছেলে তপজ্যোতি মণ্ডল। মাধ্যমিক পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে সে। ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ১০ পর্যন্ত কোনও দিনও দ্বিতীয় হয় নি! সর্বদাই ক্লাসে প্রথম স্থান অর্জন করে

এসেছে তপজ্যোতি মণ্ডল। এবার জীবনের প্রথম বড় বোর্ড পরীক্ষা মাধ্যমিক সেখানে ও চূড়ান্ত সফল। ৯৮.৫৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিকের চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে হুগলির আরামবাগ কামারপুকুরের তপজ্যোতি মণ্ডল। তপজ্যোতির মাধ্যমিকের মোট প্রাপ্ত নম্বরের পরিমাণ ৬৯০। প্রথম থেকেই কামারপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র তপজ্যোতি। বাবা সব্যসাচী মণ্ডল তাতারপুর হাই স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক। মা অদিতি মণ্ডল গৃহিণী। মা-বাবার কাছেই দিনের বেশিরভাগ সময় পড়াশোনা করতেন তপজ্যোতি। বাপু প্রাপ্ত ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে তপজ্যোতির। পড়াশোনা আর পাশাপাশি গান-বাজনা ও কবিতা লেখার প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে তার।



সারাদিনে বই পত্র নিয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকলে বাবা সব্যসাচী তিনি বারন করতেন ছেলেকে। বই পড়ার পাশাপাশি

কবিতার বই তপজ্যোতির পছন্দ। গান পাওয়া তপজ্যোতির অন্যতম পছন্দের একটি কাজ। ক্লাস ওয়ান থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি গান

মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত মাধ্যমিকে সাফল্য বলে মনে করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষক



দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২ মেঃ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হলো এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল।প্রথম দশে ৫৭ জন। আর দক্ষিন ২৪ পরগনায় প্রথম দশে ৮ জন।আর বাকের মতন এবারও দক্ষিন ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন উল্লেখ যোগ্য স্থান অর্জন করেছে।বৃহস্পতিবার ফলাফল ঘোষণার পর থেকে অভিনন্দনের পালা শুরু হয়ে গেছে মিশনে। মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত রাখার কারনেই তাঁদের ছাত্রদের একতড় সাফল্য বলে মনে করছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষক স্বামী ইষ্টেশানন্দ।

মাধ্যমিকের ফলে এবার জয়জয়কার এই আবাসিক বিদ্যালয়ের। মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় প্রথম দশে এবার জায়গা করে নিয়েছে দঃ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ৬ ছাত্র। তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম স্থানে রয়েছে মিশনের ছাত্ররা। ৬৯১ পেয়ে মেধা তালিকার তৃতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছে নেদারি রঞ্জন পালা। ৬৮৮ পেয়ে অলিত গায়েন ষষ্ঠ স্থান, ৬৮৭ পেয়ে আলোধ্য মাইতি সপ্তম স্থান দখল করেছে। ৬৮৫ পেয়ে এই আবাসিক স্কুলের দুই ছাত্র খ্যতব্রত নাথ ও ঋক্মিক দত্ত নবম স্থানে রয়েছে। ৬৮৪ পেয়ে দশম স্থানে

রয়েছে শুভ্রকান্তি জানা। এই আবাসিক বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতাই স্কুলের পরীক্ষার্থীদের সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বামী ইষ্টেশানন্দ। তিনি এদিন বলেন, আমাদের স্কুলের ছাত্রদের মোবাইল ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না।

সেটাও সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে আমার মনে হয়। কারণ মোবাইলে ডুবে থাকলে ছোটদের একাগ্রতা নষ্ট হয়। আরও অনেক দিকে মন চলে যায়। তাই আমরা এই দিকটায় খুব খেয়াল রাখি। এছাড়া ও এই আবাসিক বিদ্যালয়ে সব কিছুই সময় মেনে করতে হয় ছাত্রদের। এই নিয়মানুবর্তিতাও ওদের সাফল্যের চাবিকাঠি। পাশাপাশি সোনারপুরের সারদা বিদ্যাপীঠের দুই পরীক্ষার্থীও এবার মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। ৬৮৬ পেয়ে অষ্টম স্থানে রয়েছে সন্দীপন মাল্লা। আর ঈশান বিশ্বাস ৬৮৫ নম্বর পেয়ে নবম স্থানে রয়েছে।আর সফল এই পরীক্ষার্থীর এই সাফল্য খুশির হাওয়া তাদের পরিবারে।

সাতদিন ধরে জ্বলছে দেবেন্দ্র নগর ডাম্পিং স্টেশনের আগুন, বিষিয়ে উঠেছে বাতাস



আগরতলা, ২ মে : রাজধানী আগরতলা শহরের কাছে দেবেন্দ্রনগর ডাম্পিং স্টেশনে আগুন এখনও জ্বলছে। গত সাতদিন ধরে আগুনে বর্জ আবর্জনা পুড়ছে। তাতে গোটা এলাকায় বিষাক্ত ধূয়ায় ছেয়ে গেছে। স্থানীয় মানুষজন শ্বাস নিতে পারছেন না। অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। দমকল কর্মীরা আগুন নিভাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন শুধু বৃষ্টির অপেক্ষা। যদি বৃষ্টি নামে তাহলে বৃষ্টির জলে যদি আগুন নিভে। কিন্তু কতদিন আর অপেক্ষায় থাকবেন স্থানীয় মানুষ।

এদিকে, এই বিষয়ে জেলা শাসকের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে সিপিএম পশ্চিম জেলা কমিটি। সিপিএমের এক প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার পশ্চিম ত্রিপুরা

জেলার জেলা শাসক ডঃ বিশাল কুমারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে সিপিএমের প্রতিনিধিরা আলিফে দেবেন্দ্রনগর ডাম্পিং স্টেশনের আগুন নিভানোর দাবী জানান। অনাথরা ওই এলাকার মানুষজন নানা রোগে আক্রান্ত হবেন। পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়ানক হচ্ছে। জানা গিয়েছে জেলা শাসক প্রতিনিধি দলের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, আগরতলা শহরের বর্জ আবর্জনা পূর নিগমের গাড়িগুলি প্রতিনি্ন দেবেন্দ্রনগর ডাম্পিং স্টেশনে নিয়ে ফেলে দেয়। সেখানে বিস্তীর্ণ এলাকায় বর্জ আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এক সপ্তাহ আগে আচমকা ওই ডাম্পিং স্টেশনে আগুন লেগে যায়। কিভাবে



আগুন লেগেছে তার কোন কারণ খুঁজে পায়নি দমকল কর্মীরা। আগুন নেভানোর জন্য কয়েক দফায় স্টেটা চালিয়ে বার্ষ হয়ে ফিরে যায় দমকল কর্মীরা। এখনও ওই ডাম্পিং স্টেশনে আগুন জ্বলছে। আর বিষাক্ত ধূয়া গোটা এলাকা ছেয়ে যাচ্ছে।

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২ মেঃ আচমকা কাল বৈশাখির ঝড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সব কাগজ পত্র নষ্ট হয়ে পড়ায় মাধ্যমিকের রেজাল্ট হাতে পেল না সুন্দরবনের রায়দীঘির আলিমা খাতুন নামে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।বৃহস্পতি বার প্রকাশিত হয়েছে ২০২৪ এর মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট।রাজ্য জুড়ে পরীক্ষার্থীরা হিতমধ্যে তাদের ফলাফল জেনে ফেলেছেন।কিন্তু সুন্দরবনের রায়দিঘির নন্দকুমার পুরের মহাবনপারের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আলিমা খাতুন এখনও অপেক্ষায় রয়েছেন রেজাল্টের জন্য।বুধবার রাতে এই এলাকায় হঠাৎ আসা কাল বৈশাখির ঝড়ে লভভন্ড হয়ে গেছে সবকিছু। আলিমাদের ঘরের ছাউনে ও উড়ে গিয়েছে ঝড়ে। ঝড় শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টিও হ্যা।আর এই বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেছে ঘরের একাধিক নথি। তার মধ্যে আলিমার গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথি রয়েছে। ভিজ়েছে বই, খাতা। কিন্তু সবকিছু

গাওয়া তার অন্যতম সখ। এই বিষয়ে তপজ্যোতির বাবা সব্যসাচী জানান, ছেলের রেজাল্ট নিয়ে কিছুটা আশাবাদী ছিলেন তাদের পরিবার।

এক থেকে দশের মধ্যে থাকবে আশা করেছিলেন সেখানে চতুর্থ স্থান অর্জন করা মানে খুব ভালো ফল করেছে এমনটাই জানাচ্ছেন তাঁর বাবা। প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৮০ দিন পর ফল প্রকাশ করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এ বছর সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭ লাখ ৬৫ হাজার ২৫২ জন। পাশের হার ৮৬.৩১ শতাংশ। ৬০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৪১১ জন। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধাতালিকায় পুরুক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫ জন, মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ জন।

তৃতীয় দফাতেও অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে উদ্যোগী কমিশন

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মেঃ রাজ্যে প্রথম দুদফার ভোটের নজিরকে সামনে রেখে তৃতীয় দফাতেও অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে নির্বাচন কমিশন উদ্যোগী হয়েছে। আগামী ৭ মে তৃতীয় দফায় রাজ্যের চারটি আসন মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদে ভোট দেওয়া হবে। ওই পর্বে ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে আজ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলার নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন বৈঠক করে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজা পুলিশের নোডাল অফিসার অনিন্দ কুমার এবং ফোর্স কো-অর্ডিনেটর বি কে শর্মাও। চতুর্থ দফায়, মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে বাড়তি সতর্কতা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। সেখানে রক্তপাত কিংবা বোমাবাজির ঘটনা যাতে না ঘটে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এবং পুলিশ সুপারকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুইক রেসপন্স টিম থেকে কেন্দ্রীয়বাহিনী মোতায়েন যেন যথাযথ ভাবে হয় দেখে নিতে বলা হয়েছে।সুত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গীপুর লোকসভা নিয়ে বাড়তি নজরদারি রাখা হবে। তৃতীয় দফায় ৪ আসনের জন্য মোট ৩৬৪ কোম্পানি ফোর্স মোতায়েন করা হবে। এর মধ্যে মালদহ উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে ১৪৪ কোম্পানি। তৃতীয় দফায় শুধু মুর্শিদাবাদ জেলার সব থেকে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। দুই আসনের জন্য ১৯০ কোম্পানি। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে- ১১৪ কোম্পানী, জঙ্গিপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে- ৬৪ কোম্পানি ও কৃষ্ণনগর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে- ১২ কোম্পানি ফোর্স থাকবে।

কালবৈশাখীর ঝড়ে সব কিছু শেষ রায়দীঘির এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর



সুন্দরবনের অভাবী মেধাবী ছাত্রী সুমনা ডাক্তার হতে চায়



দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২ মেঃ সুন্দরবনের অভাবী মেধাবী ছাত্রী সুমনা ডাক্তার হতে চায়। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নবাই শতাংশ নান্নার পেয়ে ডাক্তার হতে চায় সুন্দরবনের সুমনা হালদার। সুন্দরবনের মথুরাপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সুমনা হালদার

৬৪৭ নম্বর পেয়ে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল থেকে প্রথম হয়েছে। ছাত্রীটির বাড়ি কৃষ্ণচন্দ্রপুরেরই নীতলা রোডে। ছাত্রীটির বাবা সুভাষ হালদার বাতাসা কাটো দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন।এক জন সাধারণ গৃহবধূ। তিন ভাই বোনের দ্বিতীয় সন্তান সুমনা। কোন প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই সে এই

ফলাফল করেছে। আরো বেশি নান্নার পাওয়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর বাংলাতে ৯১, ইংরেজিতে ৮৫ অংকে ৮৭, ভৌত বিজ্ঞানে ৯৭, জীবন বিজ্ঞানে ৯৮, ইতিহাসে ৯০ ও ভূগোলে ৯৯। সে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইছে। তবে সে ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। এদিন এই ফলাফলে খুশির হাওয়া ছাত্রীটির পরিবারে ও তাঁর কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলে। এব্যাপারে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতি বলেন, বিদ্যালয়ের তরফে যথাসাধ্য তাঁর পাশে থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রধান অন্তরায় আর্থিক সমস্যা। কোনো সহায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালে ওর স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। অত্যন্ত পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান,শৃঙ্খলা পরায়ন এই ছাত্রীটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি আমরা। আমরা খুশি মেধাবী গরীব এই গরীব এই ছাত্রীটির সাফল্যে।

রাজ্যে আসছে প্রধানমন্ত্রী, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে অনুবাদে জীবিকা ও বইপ্রকাশ



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মেঃ প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যে সফরকে কেন্দ্র করে আজ থেকে দুদিন নির্দিষ্ট সময়ে শহরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কয়েকটি রাস্তাও বন্ধ থাকবে। আজ সন্ধ্যা প্রধানমন্ত্রীর কলকাতায় পৌঁছানোর কথা। তাই সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে উত্তোড়াত্তা উড়ালপুল, ইএম বাইপাস, মা উড়ালপুল, এজেন্সি বোস উড়ালপুল, হার্পিটাল রোড, লর্ডস লেন, খিদিরপুর রোড, জেনসন অ্যান্ড নিকলসন আইল্যান্ড, রেড রোড, আরআর অ্যাভিনিউ এবং রাজভবন দক্ষিণ গেট- সংলগ্ন রাস্তায়। অন্যদিকে, আগামীকাল সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত রাজভবন দক্ষিণ গেট, আরআর অ্যাভিনিউ, রেড রোড, জেনসন অ্যান্ড নিকলসন আইল্যান্ড, খিদিরপুর রোড এবং ১১ ফারলং গেট- এ যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলে বাঁশপেটা, গুরুরতর আহত সোনারপুরের বাসিন্দা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২ মে : প্রেমিকার সাথে কথা বলায় ভোররাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হল এক যুবককে। আক্রান্তের নাম পলাশ মন্ডল। বাঁশ দিয়ে তাকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর আহত সে । এলাকারই অনিন্দ্য বোস নামে এক যুবকক তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । সোনারপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পূর্ব শীতলা এলাকায় বাড়ি আক্রান্ত পলাশ মন্ডলের। তার বাড়ির পাশেই বাড়ি অভিযুক্ত যুবক অনিন্দ্যর প্রেমিকার। প্রেমিকার সাথে পলাশকে কথা বলতে দেখে অনিন্দ্য। এই ঘটনার পর বুধবার ভোররাতে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় । অনিন্দ্যই তাকে ডাকে বলে জানিয়েছেন আক্রান্তের মা । ডেকে নিয়ে গিয়ে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধোর করা হয় তাকে। ঘটনার জেরে মুখে গুরুতর আঘাত পেয়েছে পলাশ । কোনরকমে সে নিজেকে রক্ষা করে পালিয়ে আসে। সকালেই সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে বলে জানা গিয়েছে ।

ধান সংগ্রহ করেছে রাজ্য

দূরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২ মেঃ চলতি খরিফ মরসুমে রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত সন্ধ্যাক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ৪৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮২৪ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে। গত তিরিশে এপ্রিল পর্যন্ত ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৩১ জন কৃষকের কাছ থেকে এই ধান কেনা হয়েছে বলে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে

অবৈধ অনলাইন লটারি জুয়ার দাপটে সর্বশান্ত হচ্ছে পরিবারের পর পরিবার

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ মেঃ , হাওড়া একটা পর্দা বুলছে বাইরে। কম্পিউটার আছে ভিতরে। বাইরে ভিড বাড়ছে। নগদে পুরস্কার মিলছে কারো কোন নান্নার মিললেই। এই দৃশ্য দেখা গেল গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার রাজাপুর থানার খলিসানি কালীতলায় অনলাইন লটারি জুয়ার কারবারের ঠেকো। এই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের দাবি আসছে একেবারেই অবৈধ কারবার। তা স্বত্বেও উলুবেড়িয়ার বিভিন্ন এলাকাতেই এখন নজরে আসছে এমন সংস্থা ঠেকের। কা ভাবে চলে অনলাইন লটারি জুয়ার কারবার ? এই বিষয়ে অনলাইন লটারি জুয়ার ঠেকের নাম প্রকাশে আনিচ্ছুক নাথান। এলাকাবাসীদের ক্ষোভ এই ঠেকে ভিড জমাচ্ছে একেবারেই কমবয়সী যুবকরা। কিছু না করই চটজলদি বড়লোক হওয়ার বাসনা – নেশায় একেবারে সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে পরিবারের পর পরিবার। রাজাপুর গ্রামেরে সর্বশান্ত হ ওয়া পরিবারের এক মহিলা বলেন, আমার স্বামী দিনমজুর। আমার ছেলে এই জুয়ার টানে বাবার সাসান্য আয়ের টাকা ও নষ্ট করছে। বাবার পকেট থেকে লুকিয়ে টাকা চিহ্নে গিয়ে যদি থেকে যায় তাহলেই মিলছে নগদ টাকা। যদি বাড়ির

পছন্দ করা চিহ্নে চাকতির কাঁটা না গামে তাহলে কিছুই মেলে না। সাধারণত বৈধ লটারির ফলাফল আসবে সময় লাগে চাকির ঘটটা বা তার ও বেশি। কিন্তু এখানে মিনিটের হিসাবে খেলা হয়। সর্বনিম্ন দশ টাকা থেকে শুরু করে যে যেমন টাকা লাগাতে পারে। জ্যাকপট লাগলেই কয়েক গুণ বেশি টাকা। এই অবৈধ অনলাইন লটারি খেলার নির্দিষ্ট কোন দিন, কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না। কোন সরকারি ছাড়পত্র ও নেই এই খেলায়। যে কারণে এই খেলা একেবারেই অবৈধ। এলাকাবাসীদের ক্ষোভ এই ঠেকে ভিড জমাচ্ছে একেবারেই কমবয়সী যুবকরা। কিছু না করই চটজলদি বড়লোক হওয়ার বাসনা – নেশায় একেবারে সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে পরিবারের পর পরিবার। রাজাপুর গ্রামেরে সর্বশান্ত হ ওয়া পরিবারের এক মহিলা বলেন, আমার স্বামী দিনমজুর। আমার ছেলে এই জুয়ার টানে বাবার সাসান্য আয়ের টাকা ও নষ্ট করছে। বাবার পকেট থেকে লুকিয়ে টাকা চিহ্নে গিয়ে যদি থেকে যায় তাহলেই মিলছে নগদ টাকা। যদি বাড়ির

করে তা বিক্রি করে লটারি জুয়ার ঠেকের আসরে যাচ্ছে। এই বিষয়ে কোথায় অভিযোগ জানানো প্রতিকার হবে তা বুঝে উঠতে পারছি না । ঐ এলাকার এক বয়স্ক ব্যক্তি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, এই অবৈধ অনলাইন লটারি জুয়ার ঠেকের জন্য এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এই ঠেক গুলিতে কম বয়সী ছেলেদের নেশা করে আসতে দেখা যাচ্ছে।নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিরাও এই ঠেক গুলিতে ভিড করছে। লটারি খেলছে। টাকা নিয়ে হাতাহাতি ও হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন,গ্রামীণ প্রশাসন সব দিশে শুনে ও কিছুই করছে না। এই অবৈধ অনলাইন লটারি জুয়ার ঠেক গুলি চলছে রাজনৈতিক দলের নেতাদের মদতে ও তাদের অনলাইন লটারি জুয়ারে প্রশাসন কিছুই করছে না । এই অবৈধ অনলাইন লটারি জুয়ার ঠেক প্রসঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের এক কথ্য বলেন, অভিযোগ পেলেই এমন অনলাইন লটারি জুয়ার ঠেকে অভিযান চালানো হয়।বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। প্রয়োজনে এই বিষয়ে আর ও নজরদারি বাড়ানো হবে ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেভার
টেভার বিজয়ী সংখ্যাঃ এমটি-এটি রেলওয়ে
ফোন্ডা কোর্সিং, তারিখঃ ২৯.০৪.২০২৪।
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র জিএনটিএ (কো), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর- ৭২১৪০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে বেলা ১১.০০টার আগে ই-টেভার আদান করছেন এবং এগুলি বেলা ১১.০০ মিনিটে খোলা হবে। কাজের বিবরণঃ ৪ কোর্সিং ভিডিসনে ২য় পর্যায়ের রেলওয়ে কানেক্টিটির ব্যস্ততার সম্পর্কিত কাজের অর্থাৎ টি অফের সরবরাহ, স্থান, পরীক্ষা ও কার্যনির্বাহ। টেভার মূল্যঃ ১,৩৮,১৭,৪৭৭.৪২ টাকা। বায়না মূল্যঃ ২,৯৯,১০০ টাকা। টেভার নথির মূল্যঃ ১শনা। খোলার তারিখঃ ২২.০৪.২০২৪। কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ ৪০৯ মাস। জমার তারিখঃ ২২.০৪.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত। তাছাড়া টেভারভাড়া টেভারভারের সম্পূর্ণ বিদায় বিবরণঃ শেয়ারসিকি কেশন-এর জন্য ওএসবাইট www.irops.gov.in দৈনিক দেখা পাবেন এবং ফোন্ডা-এই কাজগুলির জন্য মাসুলীয় টেভার গ্রাহ্য হবেন না।
(PR-৪৪)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৫৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ২০ বৈশাখ, ১৪৩১

ভারতের জাতীয় চরিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের কথা তিনি বললেন। ধর্মকে আধুনিক হতে হবে। ধর্মকে মানুষের ব্যবহারে কাজে লাগাতে হবে। ধর্ম কেবল মাত্র মানুষের হিতার্থে ব্যবহৃত হবে। ধর্ম কিন্তু শোষণের অস্ত্র নয়। ধর্ম হচ্ছে মানুষকে চলার পথ তৈরি করে দেবে। বঙ্কিমচন্দ্র ‘কৃষ্ণ চরিত্র’ রচনা করলেন। তিনি সেখানে কৃষ্ণ চরিত্রে ভাগবত গীতার কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন না। তিনি মহাভারতের কৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন। বীর শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে চর্চা করলেন। তিনি কৃষ্ণকে ভারত মুক্তি অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভারতবর্ষকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখে ছিলেন মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। বীর শ্রীকৃষ্ণ। চতুর শ্রীকৃষ্ণ। প্রেম ভক্তিময় শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেশি মাথা ঘামাননি। তিনি স্বাধীন ভারত দেখতে শ্রীকৃষ্ণের মতো একজন বলিষ্ঠ নেতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বা চেয়েছিলেন। পরাজমশালী ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন রয়েছে বলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেই কারণে তিনি মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে বঙ্কিম তাঁর নিজস্ব ধাঁচে ‘কৃষ্ণ চরিত্র’ (১৮৮৬) রচনা করলেন যিনি বুদ্ধি এবং শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়তে সক্ষম। মহাভারতে যুগে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই কৃষ্ণ চরিত্রকে তিনি তাঁর রচনায় প্রকাশ করলেন। জাতীয় জাগরণকে চিন্তার স্ফূরণ দেখতে পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে। শক্তির পূজারি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। পরবর্তীকালে তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণ পূজারিতে পরিণত হন। ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের মন্ত্রে পরিণত হল ‘বন্দে মাতরম’। আজকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ‘ভারত মাতা কি জয়’ বলে স্লোগান দেওয়া হয়ে থাকে। সেটা কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত ‘ভারত মাতা’র ছবি সূচনা কাল থেকেই এসেছে। ‘ভারতমাতা’ (১৯০৫) ছবি অঙ্কিত করতে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দান করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। স্বাধীনতার পরে ‘বন্দে মাতরম’ রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হল। বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মীয় জাতীয় জাগরণের কথা বলেছেন সেখানে কোনও বিভ্ভেদ নীতি ছিল না। সেখানে সব ধর্মের ভারতীয়দের স্থান রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে বঙ্কিমবাবুর জাতীয় জাগরণের মধ্যে হিন্দুত্বের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে তাকে এক শ্রেণির সম্প্রদায় লোকেরা বর্জন করতে শুরু করলো। কালের গতিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভারের অংশীদারের পরিণত হলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সঙ্গীত ‘বন্দেমাতরম’ জাতীয় জাগরণের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত ছিল পরবর্তীকালে দেখতে পেলাম বিরোধ। স্বাধীনতার পর কিন্তু রাজনীতির কবলে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ হয়ে গেলেন। এটাই হল ভারতের রাজনীতির করুণ ট্রাজেডি। আসলে আমরা ভাগ করতে শিখেছি। এক করতে জানি না। এক কাকে বলে সেটা শেখিনি। খণ্ডিত করতে শিখেছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ‘জনগণমন অধিনায়ক জয় হে’ গানে এক হয়ে লালার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গীতে এক হওয়ার কথা বলেছেন। ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করলো ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়।

পাক ষড়যন্ত্র- ভারত চিন যুদ্ধ ?

পাকিস্তান চাইছে ভারত চিন যুদ্ধ হোক। আর বালুচিস্তানটা রক্ষা পাক। বালুচিস্তানে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার যে জন্য আন্দোলন দেখা দিয়েছে তাকে দমন করতে চিন ভারত যুদ্ধ লাগিয়ে দিলে সেটা আর হওয়া সম্ভব হবে না। কারণ বালুচিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভারত সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে। সেখানে পাকিস্তান সেনারা আমানবিল অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে সেখানকার সংগ্রামী নেতারা ভারত সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারা ভারতের কাছে সাহায্য চাওয়ার আবেদন করেছে। এটা যেহেতু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ব্যাপার সেই কারণে ভারত বালুচ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে না। ভারত এখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরটাকে পুনরায় দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর যদি ভারত দখল করে নেয় তাহলে পাকিস্তানের কোনও বৈদেশিক নীতি থাকবে না। আন্তর্জাতিক কূটনীতি থাকবে না। ভারত বিরোধী বৈদেশি নীতি থাকবে না পাকিস্তানের। ভারত বিরোধী নীতি গ্রহণ করে আজ পর্যন্ত পাকিস্তান পৃথিবীর মানচিত্রে টিকে গিয়েছে। আগামী দিনে সেটা আর সম্ভব হবে না বলেই এখন অতি কৌশলে চিনকে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পাকিস্তান চিনকে ভারত মহাসাগর থেকে শুরু করে আরব সাগর ব্যবহার করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এদিকে চিন সাগরে ভারতের বা আমেরিকার কোনও যুদ্ধ জাহাজ দেখলেই চিৎকার করতে শুরু করে দেয়। সাগর কারোর একার নয়। সাগর হচ্ছে আন্তর্জাতিক পথ। এই পথ সবাই ব্যবহার করতে পারে। চিন সেটা মেনে চলতে চায় না। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে চিন সাগর তাদের এলাকা। এখানে চিন সেনা ছাড়া আর কারোর প্রবেশাধিকার নেই। ফলে চিন সাগর নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন যে এখন আগ্রাসী নীতি নিয়ে চলার দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। আগ্রাসী মনোভাব গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এসে দাঁড়ানো আর চলবে না। এখন সবাইকে হাতে হাতে মিলিয়ে চলতে হবে। অপরের অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হবে। অপরকে সম্মান দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, মা কাল থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন



ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, জলের অপর নাম জীবন। জল জীবন রক্ষা করে থাকে। আর ধর্ম রক্ষা করে থাকে একটি জাতিতে। একটি গোষ্ঠীকে। ধর্মকে হতে হবে নিরপেক্ষ। ধর্মকে হতে হবে উদার। উদার ধর্ম সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। উদার ধর্ম সর্বত্র বিকশিত হতে পারে। উদার ধর্ম

চলচ্চিত্রে সত্যজিতের সঙ্গে সাহিত্যিক সত্যজিতের মেলবন্ধন ঘটালেন বউবাজারের গুলেদানন্দজি মহারাজ

রবীন্দ্র কুমার শীল

চলচ্চিত্র সত্যজিতের সঙ্গে সাহিত্যিক সত্যজিতের মেল বন্ধন ঘটালেন বউবাজারের গুলেদানন্দজি মহারাজ সেটা বোধ সবার কাছে অজানা থেকেই গেল। এটা কেউই জানেন না বলতে গেলে চলে। সত্যজিৎ রায় যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র তখন অঙ্কন শিল্প শেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছেন। সেই সময়ে তাঁর শিক্ষক ছিলেন বিশ্বভারতীর কলা বিভাগের শিক্ষক বিনোদ বিহারী। তিনি অঙ্ক ছিলেন। ভালো করে চোখে দেখতে পারতেন না। এই শিক্ষকের হাত ধরেই চিত্রকলা শিল্প শেখা কিশোর সত্যজিৎ রায়ের। তখন কবিগুরু বিশ্বভারতীর আচার্য পদে আসীন। কবি সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুশভা দেবী তাঁর সন্তান শিশু সত্যজিতের হাত ধরে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়ে তাঁকে কবিগুরুর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই শান্তিনিকেতনে বড় হওয়া সত্যজিতের। ছবি আঁকার খুবই শখ। সেই কারণে কবিগুরু তাঁকে ভর্তি করে দিলেন কলা বিভাগে। সেখানে তখন ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বোস, বিনোদ বিহারীর মতো দক্ষ শিল্পীরা। এঁনারাই ছাত্রদের অঙ্কন শিল্প শিক্ষা দিতেন। সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কটি সওদাগরি অফিসে গিয়ে অঙ্কন শিল্পী হিসাবে কাজে যোগ দেন। তারপরে তাঁর মতিভিত্তি পাল্টে গেল। ১৯৫৫ সালে নির্মাণ করলেন ‘পথের পাঁচালী’ চলচ্চিত্র। সেটাও গুলেদানন্দের জন্য তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল বলে আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। তারকের চায়ের দোকনে বসে গুলেদানন্দ বেশ কড়া করে এক কাপ চা’-এ চুমুক দিয়ে বলতে শুরু করলেন, জানিস, সত্যজিতের চোখের জল তোরা দেখেছি কি? আমি দেখেছি। ‘পথের পাঁচালী’ ছবিটা করা মাঝখান থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল টাকার অভাবে। কে দেবে টাকা ছবি করতে? কেউই সাহস করছে না। সত্যজিতের ছবিতে টাকা চানতে। অনেক কষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়কে বুলিয়ে তবেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে টাকা দেওয়া হবে সত্যজিতকে ছবি করতে। তবে শর্ত থাকলো এই ছবিতার মালিক হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সত্যজিৎ রায় এক কথায় রাজি

হয়ে গেলেন। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় তখন বউবাজারের কাছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উল্টো দিকের বাড়িতে থাকতেন। সকাল থেকে তাঁর বাড়ির সমানে আমি হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতাম। সত্যজিৎ এর ছবি করার জন্য টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কথায় বিধানকে রাজি করতে হল। তিনি তখন খুবই প্রভাশালী মুখ্যমন্ত্রী। সত্যজিৎ কবি সুকুমার রায়ের ছেলে। ফলে সত্যজিৎ রায়কে তিনি বেগ দিলেন না। এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। ছবি করার টাকা দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ‘পথের পাঁচালী’ ছবির নায়িকার সঠিক সন্ধান পাচ্ছিলেন না পরিচালক। স্ত্রী বিজয়া রায় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে পছন্দ করলেন সর্বজয়া চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে। বাংলা চলচ্চিত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করা হল। ‘পথের পাঁচালী’ (১৯৫৫) ছবি দিয়েই বাংলার ছবির শুরু হল স্বর্ণযুগের ইতিহাস। বাংলার চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের ইতিহাস তৈরি হওয়ার শুরুতে আমার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলতার থাকিস, গুলেদানন্দজি গ্যাস দেওয়ার জায়গা পায় না। আমাদের বোকা ভেবে একের পর এক গুলতাগ্নি দিয়েই চলেছে। আমরা এক কাপ চায়ের লোভে গুলেদানন্দজির গ্যাসের কথা শুনে থাকি। ‘জানিস, হঠাৎ করে একদিন রাতের বেলায় আমরা সত্যজিৎ ডেকে পাঠালেন। এত রাতে আমার আবার ডাক কেন? বেশ ঘাবড়ে গেলাম। কোনও কথা না বলে একটি রিক্সায় চেপে বউবাজার থেকে একেবারে বিশফ লেফরয় রোড। এত রাতে টাঙ্কি কোথায় পাবো? দোতলায় উঠে যেতেই দেখি দরজার সমানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সাড়ে ছয় ফুট লম্বা বিশাল চেহারাটা। সত্যজিৎ স্বয়ং আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। চুপি চুপি বললেন, তোমায় একবার মরার পর নিয়ে যেতে হবে। সেখানে উত্তম কুমার থাকে। তাঁর বাড়িয়ে গিয়ে বলে আসতে হবে ‘নায়ক’ ছবির জন্য তাঁকে মুখা ভূমিকায় নেওয়া হচ্ছে। এত রাতে উত্তর কুমারের বাড়িতে যেতে হবে ‘মাথায় আকাশ ভেঙে পড়’। কিন্তু সত্যজিৎ নাছোড়বান্দা। খুলে বললেন দিনের বেলায় নায়কের বের হন না। তারা সব সময়ে থাকেন সবার অলঙ্কে। সেই কারণে রাতের বেলায় গিয়ে আবার এই প্যাকেট দিয়ে আসতে হবে। কি বলল, উত্তম সেটা পরিচালক সত্যজিৎকে জানিয়েই তবে ছিল আমার ছুটি। গেলাম। কলিং বেল টিপতেই উত্তম বের হয়ে এলেন। ‘দাদা, আপনার হাত



রয়েছে ছবি তৈরি করার পিছনে। তোমারকে সব কথা খুলে বলাও খুবই মুশকিল বুঝলি। তোরা যে রকমভাবে আমার পিছনে বলে থাকিস, গুলেদানন্দজি গ্যাস দেওয়ার জায়গা পায় না। আমাদের বোকা ভেবে একের পর এক গুলতাগ্নি দিয়েই চলেছে। আমরা এক কাপ চায়ের লোভে গুলেদানন্দজির গ্যাসের কথা শুনে থাকি। ‘জানিস, হঠাৎ করে একদিন রাতের বেলায় আমরা সত্যজিৎ ডেকে পাঠালেন। এত রাতে আমার আবার ডাক কেন? বেশ ঘাবড়ে গেলাম। কোনও কথা না বলে একটি রিক্সায় চেপে বউবাজার থেকে একেবারে বিশফ লেফরয় রোড। এত রাতে টাঙ্কি কোথায় পাবো? দোতলায় উঠে যেতেই দেখি দরজার সমানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সাড়ে ছয় ফুট লম্বা বিশাল চেহারাটা। সত্যজিৎ স্বয়ং আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। চুপি চুপি বললেন, তোমায় একবার মরার পর নিয়ে যেতে হবে। সেখানে উত্তম কুমার থাকে। তাঁর বাড়িয়ে গিয়ে বলে আসতে হবে ‘নায়ক’ ছবির জন্য তাঁকে মুখা ভূমিকায় নেওয়া হচ্ছে। এত রাতে উত্তর কুমারের বাড়িতে যেতে হবে ‘মাথায় আকাশ ভেঙে পড়’। কিন্তু সত্যজিৎ নাছোড়বান্দা। খুলে বললেন দিনের বেলায় নায়কের বের হন না। তারা সব সময়ে থাকেন সবার অলঙ্কে। সেই কারণে রাতের বেলায় গিয়ে আবার এই প্যাকেট দিয়ে আসতে হবে। কি বলল, উত্তম সেটা পরিচালক সত্যজিৎকে জানিয়েই তবে ছিল আমার ছুটি। গেলাম। কলিং বেল টিপতেই উত্তম বের হয়ে এলেন। ‘দাদা, আপনার হাত

মেমসাহেবও চলে যাচ্ছে। তাই সত্যজিৎকে পিয়ানোটা দিতে চান তারা। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তো বিনা পয়সায় তা গ্রহণ করবেন না। তিনি বাংলার ইজ্জত রাখেন। সেই কারণে তিনি মূল্য দিলেন সাহেবের হাতে। বললেন, বিলাতে গেলে দেখা হবে। বেশ কয়েকবার লর্ডসের মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে সত্যজিতের সঙ্গে সেই সাহেবের কর্মদল হয়েছিল। আমিও লর্ডসে ছিলাম। আচ্ছা, গুলেদানন্দ, তোমার পাসপোর্ট রয়েছে? নাকি বিনা পাসপোর্টে বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে? এই কারণে তোমের কাছে গল্প করি না। তোরা সব কথাতেই বাকীরা দিয়ে বসিস। বাকীর দেওয়ার তোদের কাজ সত্যজিৎ রায়ের ইচ্ছাই ছিলি তিনি বুঝলি। তোরা কোথাও গেলি না। ‘থাকবো না বন্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগতটাকে’- এটা তোরা করতে পারালি না। কিন্তু আমি করে দেখিয়ে দিলাম। সত্যজিৎ এর সৃষ্টিকার বৈজ্ঞানিক প্রক্‌সের শব্দের সঙ্গে মহাকাশ অভিযান করতে বের হয়েছিলাম জানিস। মহাকাশ জয় করে ফিরে ছিলাম। তারপরে গুটিংটা করা হয়েছিল ইন্ডোরে। একটি আশু রেল কামরা তৈরি করা হয়। সেই কামরাটা তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের শিল্প নির্দেশক বংশী গুপ্ত। ক্যামেরার হাল ধরেছিলেন সুরত মিত্র। সত্যজিৎ রায়কে ঘিরে রেখে দিয়েছে প্রতিভাবানরা। এই সব মেধাদের হিরো ছিলেন সত্যজিৎ রায়। বাংলায় ‘ডন’ বলা যেতে পারে। ‘নায়ক’ ছবির নায়িকা হওয়ার ব্যাপারে নবাব পেট্রোলিয়ানকটী নাম স্টেটকাতে শুরু করলেন। কিন্তু পোয়েট সুকুমার রায়ের নাম শুনেই খানিকটা থম মেরে বসে রইলেন। উপদ্রষ্ট কিশোর এর নাম শোনার পর তিনি আর না করলেন না। রাজি হয়ে গেলেন। নায়ক ছবিতে অভিনয় অসাধারণ অভিনয় করলেন শর্মিলা ঠাকুর। তবে উত্তম কুমার সেই সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়েও ছিলেন। অভিনয়ে-এ বলে আমায় দেখ’ আর ‘ও বলে আমায় দেখ’। কারোর দিক থেকে চোখ ফেরানো একেবারে অসম্ভব ছিল। তারপর থেকেই সত্যজিৎ রায় বেশ কয়েক মাস অনামনস্ক। তিনি তখন অন্য কিছু ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন জানিস। আমিও বারবার তাঁর পাশে বসে পিয়ানো শুনতাম। তিনি অসাধারণ পিয়ানো বাজাতে পারতেন। সেই পিয়ানোটা ছিলে ছিলেন এক সাহেবের কাছ থেকে নেওয়া। সাহেব বিলাত চলে যাচ্ছে।

সত্যজিৎ রায়ের স্মৃতিচারণা

সম্পাদক সমীপেষু, বিবেকানন্দের শহর



বিমানের চাকা শিকাগোর মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরে একটা আলাদা অনুভূতির সৃষ্টি হলো-এই সেই শহর শিকাগো, যেখানে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে উপস্থিত ছিলেন, আমাদের সকলের প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগো বিমানবন্দর আসতনে বিশাল-তারপর মার্কিন আয়তনের মধ্যে প্রবেশ। স্বাভাবিক ভাবেই একটু ভয় তা ছিলই। তবে আগের দিনের নদগম থেকে ফ্লাইট দেরীতে ছাড়ার খবর পেয়েই মেয়ে-জামাই তিনিকে শিকাগো -ডেট্রয়েট ফ্লাইট টিকিট বাতিল করে দিয়েছে। তাই আর তাড়া ছিল না। শিকাগো বিমানবন্দরে নামার পরে পেরিয়ে মেয়ে-জামাই এর ফোন -আমরা আসছি, শিকাগোতে,তবে একটু রাত হবে সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিল, বিমান বন্দরের একটু দূরেই একটা হোটেলে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করা আছে। এন্ধুনি গাড়ি আসছে, তোমাদের নিয়ে যেতে হাতে যেন চলে পেলাম বিমান বন্দরে আমার হুইল চোয়ার পেতে একটু দেরি হলো। বহর বাইশ-তেইশের এক যুবকের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে দুলো-জামাই এসে গেল-সঙ্গে এক গাদা ফুল, কেক-বিস্কুট, আরও কত কি। কোলকাতার বাঙালি রান্না শিকাগোর হোটেলে উপস্থিত। মাইকেলওয়েড করা হলো,ভাত, মাছ,পোস্ত।

-- রবীন্দ্রনাথ জানা,কাঁধ।

বেনারসের যতই বয়স বাড়ছে ততই সে সেকলের প্রেমিক হতে শুরু করেছে

বিশেষ প্রতিবেদক (পূর্ব প্রকাশের পর)

অন্যান্য দোকানের তুলনায় একটু কম।

এটা অবশ্য আমার স্বল্প সময়ের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই বললাম। বেনারসের গলি সম্বন্ধে একটা কথা বেশ চালু আছে তা হলো, বেনারসের গলি কখনো ঘুমায় না। কারণ বাঙ্গালীটোলা লাগোয়া চৌষটি ঘাট থেকে কদোর ঘাটে যাওয়ার গলিপথে, যেখানে অন্ধকার আর সময় থমকে আছে, সেখানে মাঝরাতে গরম রসগোল্লা পেয়ে যাবেন। ভাবা যায়। যদিও সেই রসগোল্লার স্বাদ আমি পাইনি। অনিলের জর্দার দোকানে স্থানীয় এক প্রবীন বাঙ্গালীর কাছ থেকেই এই তথ্যটা পেয়েছি। বাঙ্গালীটোলাতেই একসময় থাকতেন পণ্ডিত রবিশঙ্করদের পরিবার। বাঙ্গালীটোলার গল্প সম্ভব হলে অন্যদিন হবে। একটা সময়ে এই বেনারসের অনেক গলিরই ঘুম ভাঙতো সূর্য ডোবার পর। সন্ধ্যের আধার গলিপথকে জাপটে ধরলেই বেজে উঠতো সারের্দী, তবলা, সেতার, সরোদ আরও কত কি। শোনা যেন নৃপরের নিক্কন, ভেসে আসতো খেয়াল, ঠুমরির মন মাতাল করা সুর। আর তারই আকর্ষণে ভাঁড় জমাতেন সুরের সাধক, সুরের সম্ভাদার, সুরের রসিকজন। বাঙ্গালীটোলায় রবিশঙ্করের সেতারের সুরের মায়ায় সাথে মিশে যেত, শহর থেকে দূরে উত্তরে কবীর চৌরাহার গলির গিরিজাদেবীর ঠুমরির কলি। নিরুজ্জতা ভেদ করে বোল উঠতো পণ্ডিত কিষণে মহারাজের তবলায়। এই কবীর চৌরোহার গলিতেই একসময়ে ছিলো নবরত্নের সীমানা ছাড়িয়ে কতই না রত্নের সমাহার। পণ্ডিত রাজন, সাজন মিত্র, হনুমান মহারাজ, বড়ো রামদাস নাম বলতে থেলে শেষ হবে না।

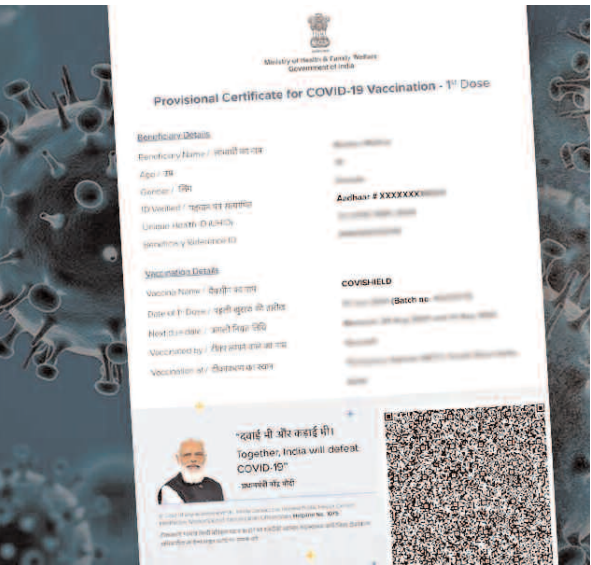


আবার বাঙ্গালীটোলার গলিতে মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিলো রাজপুত্র, তেরী হয়েছিলো বৃদ্ধাবাস। এখানেই গোপনে ঘাটি গেড়েছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন বাংলার বিপ্লবীরা। এই বেনারসের গলিতেই জন্ম হয়েছিলেন বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল রাসবিহারী বসুর সাথে। যিনি স্থাপন করেছিলেন অনুশীলন সমিতি। তাঁর বৈপ্লবিক কাজকর্মের জন্য মদনপুরায় তাদের স্নেহিক বাড়ি, ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে নীলাম করে দিয়েছিল। আবার এই মদনপুরার কাছেই আছে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের ববসাস। যারা অনেকই বেনারসের বিখ্যাত বেনারসী শাড়ি তৈরির কারিগর। এখানকার অলি-তে-গলিতে দেখা যায় একোর সুর। বিবিধের মাঝে মিলন মশাবের ধ্বজা। এখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈনদের পাশাপাশি ববসাস শত শত বছর ধরে। হোটেলের মালিকের কাছে শুনিছিলাম, বাঙালিটোলাতে বেশ কিছু বিদেশির বসবাস। সংগীতের আকর্ষণেই তারা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে এখানে চলে এসেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন, ভারতরত্ন প্রাপ্ত সান্যিহাবাদক ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান থাকতেন বেনারসেরই একটা ঘিঞ্জি,

শহর। বেনারস মানে তীর্থস্থান, মন্দির, গঙ্গা, গঙ্গার ঘাট, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, সুর-সঙ্গীত, আতরের খুশবু, বেনারসী শাড়ী, বেনারসী পান্ন, জর্দা, পান-মশলা, রকমারি খাবার দাবার আরও কত কি! বেশ কয়েক বছর আগে এর সাথে যুক্ত হয়েছে দশাশমেধ ঘাটে সন্ধ্যারতি। এখন অবশ্য অসিঘাটেও সন্ধ্যারতি হয়। রামধনু সাত রঙের সমাহার হলো, বেনারস সত্তর রকম রঙের সমাহার। এতটাই বৈচিত্র্যময় বেনারস। এক ট্যুর অপারেটরের সাথে মাত্র চারদিনের জন্য বেনারসে গিয়ে, মাঝে মাঝে তাদের থেকে বিদায় নিয়ে নিজের মত করে বেনারসের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবার চেষ্টা করেছে। এটা আমার বরাদ্দের অভ্যেস। ভিড়ের মধ্যে থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে নিজেকে কিছুটা সময় উপহার দেওয়া। নিজের ভালোর জন্য নিজের তৃপ্তির জন্য নিজের আনন্দের জন্য। সবচেয়ে ভালো হতো যদি একা একা বেড়াতে যেতে পারতাম। কিন্তু তা তো আর হবার নয়। যাই হোক গলে সময়ের মধ্যে কটা গলিতেই বা আর ঢুকতে পেরেছি। আঙুলে গোনা কয়েকটা গলিতে মাত্র। আর চেষ্টা করা সম্ভেও কিছু হতো যেতে পারি নি সময়াভাবে। একে প্রচণ্ড গরম, কুলকুল করে ঘামছি, মাঝে মাঝে কিরিকিরি বৃষ্টি গান শুনিয়ে যাচ্ছে শুন শুন করে। তাই শরীরটাও ঠিক সঙ্গত করেনি আমার ইচ্ছার সাথে। বড্ড ক্লান্ত, অবসাদ লাগলেই একটু হটাঁহাটি করলেই। বেনারসে ট্রাফিক একটা বড় সমস্যা। বহু রাস্তায় অটো চলে না। রিকশাও সব গলিতে ঢুকতে পারে না। তারমধ্যে ‘আই পি’ র সফর থাকলে তো সোনার সোহাগা! তখন একমাত্র ভরসা হলো নিজের চরণ দুখানি। তা সে দুটোও মাঝেমাঝে বিরোহ যোগাৎ করেছে। বার্ষিকের বারানসীতে এসে কি তুমিও বুড়া হয়ে গেলে!

কোভিড ভ্যাকসিন সার্টিফিকেটে সরিয়ে দেওয়া হল প্রধানমন্ত্রী মোদীর ছবি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ করোনার ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট থেকে উধাও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি! কোভিশিল্ড নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই তুঙ্গে বিতর্ক সোশাল মিডিয়ায়।কোভিড নিয়ে বিরাট আতঙ্কের মাঝে ভ্যাকসিন বেরনোর খবরে স্বস্তি পেয়েছিল দেশবাসী। কোভিশিল্ড এবং কোভাড্রিন টিকাই দেশে দেওয়া শুরু হয়। যারা যারা ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। টিকা সংক্রান্ত বিশদ তথ্য ছাড়াও তাতে ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি। কিন্তু এখন একাধিক সোশাল মিডিয়া পোস্টে দাবি করা হচ্ছে, কোভিড ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মোদির ছবি। তাহলে কি কোভিশিল্ড নিয়ে বিতর্কের পরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সন্দেহ করছেন অনেকে। এই ব্যাপারে অশ্বা ইতিমধ্যেই



বিবতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। তারা জানিয়েছে, এখন চলছে লোকসভা নির্বাচন। তাই আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি মেনেই

কোভিড ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদির ছবি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০২২ সালে একাধিক রাজ্যের বিধানসভা

ভোটের সময়ও এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল বলে জানানো হয়েছে। আস্ট্রজেনেকার তৈরি টিকা নেওয়ারদের অনেকের মধ্যে গ্রন্থোস্টিটোপেনিয়া সিনড্রোম দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ একদিকে রক্তাল্পিতের রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করেছে, অন্যদিকে দ্রুত কমেছে প্লেটলেটের সংখ্যা। এই বিরল রোগে কারণেও মৃত্যুও হয়েছে বলে দাবি। তারপরেই ব্রিটেনের আদালতে এই টিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। এই সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়েই ভারতে কোভিশিল্ড টিকা তৈরি করে সিরাম ইনস্টিটিউট। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনের ভ্যাকসিনের কারণে পাশ্চাত্যক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার মানে বড় সংখ্যক মানুষ ভ্যাকসিনের ডোজে সুস্থিক্ত।

প্রাক্তন পাক মন্ত্রীর প্রশংসা রাখলেন, পদ্মের তোপ কংগ্রেসের বন্ধু পাকিস্তানহ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ প্রশংসাও যে 'নিদ্দা' হতে পারে তা টের পাচ্ছেন রাহুল গান্ধী । লোকসভা ভোটের মধ্যে বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছেন তিনি। সম্প্রতি পাকিস্তানের এক প্রাক্তন মন্ত্রী নিজের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে কংগ্রেস নেতার একটি ভিডিও শেয়ার করেন। ওই ভিডিওতে বিজেপির কড়া সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছে রাহুলকে। বুধবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই আক্রেশ শানাতে শুরু করেছে মোদি-শাহর দল। গেরায়া শিবিরের অইটি গেরার প্রধান অমিত মালব্যর কটাক্ষ, পাকিস্তানের সঙ্গে কংগ্রেসের বন্ধুত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে গেলেইমরান খানের মন্ত্রিসভার ওই সদস্যের নাম চৌধুরী ফওযাদ হুসেন। তাঁর আপলোড করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রামমন্দির নিয়ে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তোপ দাগছেন রাহুল গান্ধী। রামমন্দির উদ্বোধন নিয়ে সমালোচনা করতে দেখা যায় কংগ্রেস নেতাকে। বক্তৃতায় রাহুলকে বলতে শোনা যায়, বিজেপি সরকার



গরিব ও যুবকদের স্বার্থকে দেখছে না। এই বক্তব্যের প্রশংসা করে এঞ্জ হাভেলো পোস্ট করেন প্রাক্তন পাক মন্ত্রী। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘গর্জে উঠেছেন রাহুল। ভারতে টিক কী চলছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এটি (ভিডিওটি) সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার উপযুক্ত।’পাক মন্ত্রীর পোস্ট টেনে রাহুল গান্ধীকে তোপ দেগেছেন বিজেপির অইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, ‘ইমরান খানের মন্ত্রিসভায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ফাওয়াদ হুসেন রাহুল গান্ধীর

প্রচার করছেন। কংগ্রেস কি পাকিস্তানে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিকল্পনা করছে?’ মালব্যর আরও কটাক্ষ, ইন্তেহার থেকে শুরু। যাতে মুসলিম লিগের মানসিকতার ছাপ। পাকিস্তানের সঙ্গে কংগ্রেসের বন্ধুত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেয়নি কংগ্রেস। তবে দেশের বহুতম বিরোধী দল যে বিরাট অস্বস্তিতে পড়েছে তা বলা বাহুল্য।

দিল্লি মহিলা কমিশনে বেআইনি নিয়োগের অভিযোগ ২২৬ জনের চাকরি চলে গেল, হবে তদন্ত



দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভোটের আবহে চাকরি খোয়াছেন ২০০ জনেরও বেশি কর্মচারী। দিল্লি মহিলা কমিশনের ২২৬ জন কর্মীকে ছাটাই করলেন দিল্লি লেকটেন্যান্ট গভর্নর ডিকে সান্নোনা । অভিযোগ, এই কর্মচারীদের নিয়োগ করার সময় ডিভিউসি-র চেয়ারপার্সন ছিলেন স্বাভী মালিওয়াল । তিনি নিয়ম বিরুদ্ধভাবে প্রয়োজনীয় অনুমতি না নিয়ে এই নিয়োগ করেছেন। তাই এই ২২৬ জনের চাকরি বাতিল করলেন ডিকে সান্নোনা । এই অভিযোগে জানানো হয়েছে, দিল্লি মহিলা কমিশনের শুধুমাত্র ৪০টি নিয়োগ বৈধ । কমিশন নির্বাহী ডিভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে না ।জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহের গোড়ায় দিল্লির উপ রাজ্যপাল বিকে সান্নোনা এই ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে রাজ্য সরকার এবং মহিলা কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেলে থাকায় এই পরিস্থিতিতে সরকারের করণীয় নিয়ে দিশেহারা আম আদিম পার্টির নেতৃত্ব পাষ্টা কেনাও পদক্ষেপ করেনি। উপ রাজ্যপাল প্রশাসনিক কর্তাদের দ্রুত নির্দেশ কার্যকর করতে বলেছিলেন। সেই মতো বুধবার রাতে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। কাদের নির্দেশে এই নিয়োগ হয়েছিল, কীভাবে প্রাধী বাছাই করা হয়, বৈতনিক পরমাণ তিক করা হয় কোন মানদণ্ডে ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধানেও নির্দেশ দিয়েছেন উপ রাজ্যপাল। মনে করা হচ্ছে, সেই

রিপোর্ট হাতে আসার পর এই নিয়োগ নিয়েও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন তিনি। এর আগে দদ বিক্রির নীতি, বাস কেনা, স্কুল শিক্ষক নিয়োগ এবং জল বোর্ডের টিকাদার নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে প্রশাসনিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন উপরাজ্যপাল। তারমধ্যে দদ বিক্রির নীতি নিয়ে মুখ্যসচিবের দেওয়া অনুসন্ধান রিপোর্টের ভিত্তিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন উপ রাজ্যপাল।উপ রাজ্যপালের দফতর এবং সরকারি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, মহিলা কমিশনের জন্য মোট ৪০জন কর্মচারী বরাদ্দ আছে। সেই কর্মচারীদের নিয়োগের জন্যও উপ রাজ্যপালের সম্মতি নিতে হয়। সেখানে ২২৬টি অতিরিক্ত পদ তৈরি করে লোক নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ, পদ তৈরির বিষয়ে সরকার এবং উপ রাজ্যপালকে কিছু জানানো হয়নি। এতগুলি পদের জন্য বৈতন বাদ অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারেও সরকারের অনুমতি নেওয়া হয়নি। আম আদিম পাটি সূত্রে খবর, এই নিয়োগ হয় আপ নেত্রী স্বাভী মালিওয়াল দিল্লির মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন থাকাকালে।

এখন ওই পদে কেউ নেই। স্বাতীকে রাজ্যসভার সদস্য করেছে আপ। কেজরিওয়ালকে নিয়ে টানাপোড়েনের সময় আপের যে সাত-আটজন সাংসদের রহস্যজনক অন্তর্ধান নিয়ে দলে আলোচনা শুরু হয়েছে স্বাভী তাদের একজন। তদন্তে তাঁকেই প্রথম তলব করা হবে।

নাম পরিবর্তন আমি, MOHAMMED WAKIL (পুরাতন নাম) পিতা ABDUL RAHIM, টিকানা- SK AKBAR ALI ROAD, PO-TELINI PARKA, PS-BHADRESHWAR, DIST-HOOGHLY, PIN-712125, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 30.04.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MD WAKIL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। MD WAKIL (নতুন নাম) এবং MOHAMMED WAKIL (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।	Name Change I, LALITHA VICTOR,D/O LATE GIDLA PRASAD RAO, W/O, PAUL VICTOR KORATI, RESIDING AT 29, RIVERSIDE ROAD, BARRACKPORE, KOLKATA 700120, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LALITA VICTOR KORATI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/05/2024.THAT LALITHA VICTOR AND LALITA VICTOR KORATI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.
নাম পরিবর্তন আমি, Suvra Roy (পুরাতন নাম) স্বামী Ashoke Kumar Roy, টিকানা-MA-HAPRABHU COLONY,HABRA-I, PO-BANIPUR, PS-ASHOKE NAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 734233, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 29.04.2024 এর Affidavit (No 21) দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Subhra Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Subhra Roy (নতুন নাম) এবং Suvra Roy (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।	Name Change I, Akhtar Ali and Mohammed Akhtar Ali (old name) S/O Late Md Asgar Ali, residing at 114E, Topsis Road, Tiljala, Kolkata-700039, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Akhter Ali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/05/2024. Md Akhter Ali (new name) and Akhtar Ali & Mohammed Akhtar Ali (old name) both are same identical person.
নাম পরিবর্তন আমি, MOHAMMAD SHAMIMULLAH (পুরাতন নাম) পিতা LATE SHEIKH MOHAMMED SADULLAH, টিকানা- P-288, DARGA ROAD, PS-BENIAPUKUR, KOLKATA-700017, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 02.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MOHAMMED SHAMIMULLAH (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। MOHAMMED SHAMIMULLAH (নতুন নাম) এবং MOHAMMAD SHAMIMULLAH (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।	Name Change I, Shahnawaz Iqbal (old name) S/O Zeaul Haque, Presently residing at 13/H/46, Braun Feld Row, Kolkata-700027, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shahnawaz Ekbal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/05/2024. Shahnawaz Ekbal (new name) and Shahnawaz Iqbal (old name) both are same identical person.
নাম পরিবর্তন আমি, Vangapunduru Ravi Kumar Naidu (পুরাতন নাম) পিতা Simdhari Naidu - Marvallis apartment, Raniganj -713347, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 02.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ravi Kumar Vangapunduru (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ravi Kumar Vangapunduru (নতুন নাম) এবং Vangapunduru Ravi Kumar Naidu (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।	Name Change I MOSAMMAT ACHYA KHATUN,S/O-MD ZAKIR HOSSAIN, R/O- VILL-BAROMALLIKA, PO-GOLABARI BAZAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-734243, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ACHYA KHATUN ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/04/2024, THAT MOSAMMAT ACHYA KHATUN AND ACHYA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON
নাম পরিবর্তন আমি, YUSRA NAIM SHAMSI (পুরাতন নাম) পিতা MD NAIM SHAMSI, টিকানা- 6, AMARTALLA LANE,PO-& PS-BURUNDA BAZAR,KOLKATA-700001, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 02.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে YUSRA NAIM (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। YUSRA NAIM (নতুন নাম) এবং YUSRA NAIM SHAMSI (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।	Name Change I MIRJANUR RAHAMAN MONDAL AND MIJANURAHK MONDAL,SON OF MD, NURUL HAQUE, RESIDING AT KRISHNANAGAR MUSALMANPARA,PO-PURBANOWPARA,PS-DHANTALA,NADIA-741501,West Bengal,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MIJANUR RAHAMAN MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/05/1014,THAT MIRJANUR RAHAMAN MONDAL AND MIJANURAHK MONDAL ALSO MIJANUR RAHAMAN MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.
Name Change I JAHD HOSSSEN MONDAL , S/O-JAKIR HOSSAIN MONDAL, R/O-HAZRAPOTA, KASTODANGA,HARINGHATA, NADIA, PIN-741257, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHID HOSSAIN MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/05/2024, THAT JAHID HOSSSEN MONDAL AND JAHID HOSSAIN MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON	Name Change I ABEEDIN AHAMAD, S/O HAQIQAT HUSSAIN, R/O DAKSHIN NAYABAZ, MADHYAPARA, GIP COLONY, HOWRAH -711112, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD ABEEDIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/05/2024, THAT ABEEDIN AHAMAD AND MOHAMMAD ABEEDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

অভাবের সঙ্গে লড়াই করে মাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল রাজগঞ্জের দীপজয়ের

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ মে : অভাবের সঙ্গে লড়াই করে মাধ্যমিকে নজরকাড়া নম্বর পেয়ে পাস রাজগঞ্জের দীপজয় সরকারের। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৬৪। আগামীতে ডাক্তর হওয়ার ইচ্ছে তার। দীপজয়ের বাবা দীর্ঘদিন



থেকে অসুস্থ, মা দর্জির কাজ করে কোনোমতে সংসার চালানা। কিন্তু এই অভাবের সংসারে কিভাবে তার স্বপ্নপূরণ হবে তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন দীপজয় ও তার পরিবারের সদস্যরা। রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের

স্কুলপাড়ার বাসিন্দা মিঠুন সরকার ও দীপা সরকারের ছেলে দীপজয়। সে রাজগঞ্জ মহেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। তার প্রাপ্ত নম্বর ৭০০ মধ্যে ৬৬৪। মিঠুন বাবুর একছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে তাদের সংসার। এক মেয়ে ছিলো তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। মিঠুনবাবু এক কারখানায় কাজ করতেন দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ থাকার পর সেই কাজও বাদ দিয়েছেন তিনি। তারা স্ত্রী দীপা সরকার রাজগঞ্জ বাজারে ছোট একটি দর্জির দোকান করে যে সামান্য কিছু উপার্জন হয় তা দিয়ে ছেলের পড়াশোনা ও সংসার চলে তাগে। দীপজয় সরকার বলেন, ডাক্তা নাশ্বার নিয়ে পাশ করে এবু ভালো লাগে। সার্নেল নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছি। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে।। মা অনেক কষ্ট করে আমাদের পড়াশোনা করাচ্ছেন ও সংসার চালাচ্ছেন। তাই সরকারি ভাবে কেও বা কোনো বেসরকারি সংস্থা যদি সাহায্য করে তাহলে আমার এই স্বপ্ন পূরণ করতে পারবো। দীপজয়ের বাবা- মা জানান, ছেলের এই সাফল্যে আমরা অনেকে খুশি। ছেলের ডাক্তার হতে যায়। দর্জির কাজ করছি সংসার চলে। জানিনা এই অভাবের সংসারে ছেলের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবো কি না। যদি সরকারি ভাবো কোনো সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে অনেক সুবিধা হবে। তাই সাহায্যের আর্জি জানিয়েছে পরিবারটি।

কৃষিকাজের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০০ শতাংশ সেচের জল নিশ্চিত করা গেছে

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মে : সাম্প্রতিক তীব্র দাবদাহ সত্ত্বেও কৃষিকাজের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০০ শতাংশ সেচের জল নিশ্চিত করা গেছে। এছাড়াও বোরো ধান চাষের জন্য অতিরিক্ত ১২ হাজার একরেরও বেশি জমিতে চাষের জন্য পর্যাপ্ত জল সরবরাহ হয়েছে বলে সেচ দফতর জানিয়েছে। ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতীকে ভিত্তি করে যে সেচ ব্যবস্থা, তাতে বার্ষিক পরিকল্পনার টার্গেটে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। ময়ূরাক্ষী সেচ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত ১৮ হাজার ৫৯০ একর জমিতে বোরো চাষের জন্য সেচের জল পৌঁছেছে। কংসাবতীর ক্ষেত্রে সেচের জল পৌঁছেছে ৬৬ হাজার একর জমিতে। যার ফলে খরাপ্রবণ বাকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঙাট্রাম এবং হুগলির দু’টি ব্লকে কৃষকার ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন। দামোদরকে কেন্দ্র করে যে সেচ ব্যবস্থা বারোশো কোটি টাকা খরচা করে তার সাম্প্রতিক সংস্কারের পর ‘ওরেস্ট বেঙ্গল মেগার ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টের’ মাধ্যমে অতিরিক্ত কৃষিজমিতে সেচের জল সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে উত্তর বাকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া সহ পাঁচ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষের জন্য পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করা গেছে। বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদর সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে ৫০ হাজার একর জমিতে জল সরবরাহ নিশ্চিত করার কাজ ছিল। খাল সংস্কারের জেরে এবার জল সরবরাহ হয়েছে ৬২ হাজার ২৪২ একর জমিতে। সেচ ও ক্ষুর সেচদপ্তর এই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চালিয়েছে।

কৈঁপে উঠল বার্নপুর স্টিল প্ল্যান্ট লাগোয়া এলাকা, বিস্ফোরণে আতঙ্ক

দূরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২ মে : ভোটের আবেহে অসঙ্কর শব্দে কৈঁপে উঠল বার্নপুর স্টিল প্ল্যান্ট লাগোয়া এলাকা। হঠাৎ করে এমন বিস্ফোরণের শব্দে ভূমূল হইটাই শুক্ন হয়ে যায় এলাকায়া। শুণ্ণ বিস্ফোরণই নয়, সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুনও জ্বলতে থাকে। পরে দেখা যায় বার্নপুর স্টিল প্ল্যান্ট লাগোয়া ক্রান্তাপ গোডাউন বা স্টক ইয়ার্ড থেকে এই আগুন বেরিয়ে আসছে। সূত্রের খবর, একটি প্রাইভেট সংস্থা এই স্টক ইয়ার্ডটি চালায়। অভিযোগ, এখানে কাজে থাকে কারখানার রিজেক্টরেট ফ্লাইআশ। খবর পেয়ে স্টিলপ্ল্যান্টের নিজস্ব অগ্নিনির্বাপক বন্ধু নিয়ে আসা হয়। তিনটি ইঞ্জিন এনে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে বিস্ফোরণ কী কারণে হল তা এখনও জানা যায়নি। কর্তৃপক্ষের দাবি, অতিরিক্ত গরমেই কারণে আগুন লেগে গিয়েছে। খুব বড় আগুনেরও নয়। কোনও ক্ষয়ক্ষতিও হয়নি। কিন্তু এখানে ফায়ার এনওসি ছিল কি না তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। যদিও কর্তৃপক্ষের দাবি, এমনও কোনও কাজ এখানে হয় না, যার জন্য ফায়ার এনওসি প্রয়োজন। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, আমরা বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসি। মনে হল যেন বিস্ফোরণ হল। একজন বলল বোধহয় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেছে। অভিযোগ, ঘটনাস্থলে প্রচুর দাহবস্ত্র ছিল। সেই কারণে আগুন কিছুটা ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

ছাত্রীর রহস্য মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো ময়নাগুড়িতে

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ মে : মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রীর রহস্য মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো ময়নাগুড়িতে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রেশমি রায় নামে ওই ছাত্রী জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি চারের বাড়ি স্কুলে পড়াশোনা করতো তার বাড়ি বাড়ি টেকাটুলি এলাকায়। ছাত্রী তার বয় ফ্রেণ্ডের সাথে খেলা করতে গিয়েছিলো। এরপর ছাত্রী বাড়ি ফিরে এসে অসুস্থ দাওয়া করো। এর কিছুক্ষণ পর রেশমি বমি করা শুরু করে। এরপর তাকে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে এলে ছাত্রী মৃত্যুর কোনো চলে পড়ে। এদিন দেহের ময়নাতদন্ত হবে। অপরদিকে ছাত্রীর মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে। স্কুল সূত্রে জানা গেছে ছাত্রীটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

রেজাল্ট ভালো নয়, চরমপথে হাটলেন কাটোয়ার পৌলমী

দূরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ২ মে : মাধ্যমিক পরিক্ষায় আশানুরূপ ফল না হওয়ায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো এক মাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়া। কাটোয়া পাঁচঘরার এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নামে। জানা গেছে, কাটোয়ার পাঁচঘরার বাসিন্দা পুষ্পেন ঘোষ ও মনীষা ঘোষের কন্যা পৌলমী ঘোষ এই বছর কাটোয়া দুর্গা দাসী চৌধুরীরানী বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার মাধ্যমিকের ফল বের হওয়ার পর অনলাইন থেকে পৌলমি জানতে পারে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪১১৩। পৌলমীর টেস্টের প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৫৭৫। আজ রেজাল্ট জানার পর সে তার বান্ধবীর সঙ্গে ফোনে কথা বলে। এর পরে মাকে ফোন করে কলামাকাটি করে বলেও জানে। সায়নের বাবার নাম কৃষ্ণ ঘোষ। সায়নের বয়স ১৬ বছর। জানা গেছে, ওই ছাত্রের বাড়ি চাপড়ার দায়ের বাজার থানা এলাকায়। আজ বৃহস্পতিবার মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে। জানা গেছে, সায়ন ডবেছিল যে সে ৯০ শতাংশের উপরে নম্বর পাবে। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখে যে সে অত নম্বর পাবে না। সেই জন্য একটা চিঠি লিখে রেখে বাড়ির ভেতরেই ঘরের মধ্যে ফ্যানের সঙ্গে গামছা দিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে।

যত মানুষের ভোট পাব, ঘাটালে ততগুলো গাছ লাগাব বললেন দেব, আহ্নান জানালেন বিরোধীদেরও

দূরন্ত বার্তা, ঘাটাল , ২ মে : তিনি যে আলাদা তাঁর পরিচয় আমরা বহুরার পেয়েছি। আবারও একবার জয় হোক বা না হোক যতগুলি নজির গড়লেন দেব। বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমার দিন সাত সকালেই রক্তদান শিবিরে রক্ত দান করে আরেকটি নজির গড়লেন ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দীপক অধিকারী ওরফে দেব। ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী ওরফে দেবের উদ্যোগে ঘাটালের খড়ার শহরে দলপতিপুরে স্বয়ম্বর লজে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সাত সকালে সেখানে রক্তদান করে মনোনয়ন পত্র জমার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ঘাটালের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দীপক অধিকারী ওরফে দেব। এর পাশাপাশি দেব জানান যেভাবে দিন দিন গরম বাড়ছে তাতে নিজেদের এলাকার চারিদিকে গাছ লাগানো দরকার। এদিন রক্তদান শিবির

থেকেই দেব আরও একটি শপথ গ্রহণ করেন যে এই নির্বাচনে তার জয় হোক বা না হোক যতগুলি ভোট তৃণমূল কংগ্রেস পাবে ততগুলি গাছ তিনি, ঘাটাল লোকসভায় জুড়ে লাগাবেন। একই সঙ্গে তিনি বিরোধীদেরকেও এই কাজে আহ্নান জানান। অন্যদিকে শ্রীরামপুরের বিধায়ককে দেখলেই নাকি ‘ভীষণ রিয়্যাস্ট’ করছেন মহিলারা, কাঞ্চনকে প্রচার গাড়ি থেকে নামিয়ে এমনই মন্তব্য করেছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই দেবের প্রচারে দেখা মিলে কাঞ্চন মল্লিকের। দেবের ভাগে ঘাটাল কেন্দ্রে হাসিমুখে প্রচার চালানেন কাঞ্চন মল্লিক। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার হতেই লাইক-কমেন্টের বন্যা। অসৌজন্যের মক্ভমিতে একটুকরো বকলানোর মত বিদায়ী সাংসদ দেব। তৃতীয়বার কাঞ্চন মল্লিকের বিয়ে নিয়ে কম চর্চা হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় একাংশ



নেটগরিক বিভিন্নভাবে কাঞ্চন ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী চট্টোবাজকে আক্রমণ করেন। তারপরেই কল্যাণের বিতর্কিত মন্তব্য। কাঞ্চন এদিন তার ও দেবের প্রচারের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কাঞ্চন কা্যপশনে লেখেন, ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ হিসাবে দেবের হাটটুক কামনা করি। দেব সাংবাদিকদের

মুখেমুখি হয়ে বলেন, ‘আমি গোটা ঘটনাটা চিভিতে দেখেছি। পুরো বিষয়টা যেভাবে হয়েছে, ঠিক হয়নি। একজন প্রার্থীর নিশ্চয়ই অধিকার আছে তাঁর গাড়িতে কে থাকবেন আর কে থাকবে না ঠিক করার। তবে আমার মনে হয়, কাঞ্চন মল্লিক যদি আমার প্রচারে থাকেন, তাহলে আমার ভোট বাড়বে।’

‘এক ফোনে দিদিভাই’, ভোট বঞ্চে এবার নয়া কর্মসূচি বিজেপির

দূরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২ মে : লোকসভা ভোটের প্রচার পর্বে এবার অনিবার্য উদ্যোগে মেদিনীপুরের বিজেপি প্রার্থী অগ্রিমিত্রা পলের। চালু করলেন ‘এক ফোনে দিদিভাই’ কর্মসূচি। দিলীপ ঘোষের প্রাক্তন কেন্দ্রে জনসংযোগ বাড়াতে নয়া পন্থা অবলম্বন বিজেপি প্রার্থীরা। মেদিনীপুর সদর বিজেপি কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে ‘এক ফোনে দিদি ভাই’ নামে একটি কর্মসূচি শুরু করলেন অগ্রিমিত্রা পালা। তার একটি তরফে একটি থিম সংও রিলিজ করা হয়। তবে এই নম্বর চালু করা হব্ কেন? প্রার্থী জানিয়েছেন, এই কয়দিনে লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি কোণায় কোণায় পৌঁছে যাওয়া সম্ভব নয়। তার উপর গরমের কারণে অনেকটা সময় নষ্ট হচ্ছে। সেহেতু, একটি ফোন নম্বর চালু করা হলে, যেখানে মানুষ তাদের এলাকার সমস্যার কথা ফোনে জানতে পারবেন। আগামী দিনে ভোট জিতে আসলে কী কী কাজ অগ্রাধিকার পাবে, তার একটি ধারণা তৈরি করা যাবে। অগ্রিমিত্রা জানান, এই লোকসভা কেন্দ্রের সবচেয়ে বেশি সমস্যা রয়েছে জল এবং আবাসের। অনেক জায়গাতেই পানীয় জলের একটা সংকট রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। প্রচারের সময় মানুষ সেগুলি তাঁর



জলের সমস্যা রয়েছে। এই কেন্দ্রে গতবারের লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। তাঁকে এবার বর্ধমান দুর্গাপুর আসনে লড়াইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে। অগ্রিমিত্রা বলেন, ‘দিলীপ দা প্রচুর কাজ করে গেছেন। তাঁর কাজের রিপোর্ট কার্ড তিনি মানুষের কাছে দিয়ে গেছে। তবে, পাঁচ বছরে তো সব কাজ করে ওঠা সম্ভব নয়।’ যে যে কাজগুলো বাকি রয়েছে, সেগুলি নিয়েই মানুষের মতামত পেতে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে সাংবাদিকদের মোহামুখি হয়ে একাধিক ইস্যু নিয়ে রাজা সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে তোপ দাগলেন অগ্রিমিত্রা পালা। কংগ্রেস, তৃণমূল, সিএমএ সব এক পাঠ। যখন সিপিএম ক্ষমতায় যে ক্ষমতায় ছিল তখন কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। কংগ্রেস তুষ্টিকরনের রাজনীতি এখনও পর্যন্ত করে যাচ্ছে। আর তৃণমূল দুর্ভৃত্যের আশ্রয় দিচ্ছে। বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের বাড়বাড়ন্তর পিছনেও রাজ্য সরকারকে দায়ী করলেন অগ্রিমিত্রা পালা।

মাধ্যমিকে প্রথম দশে পূর্ব বর্ধমানের ৭



চক্রবর্তী। তার প্রাপ্য নম্বর ৬৮৬। সে বর্ধমান বিদ্যাপী ভবন গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী। তার পাঁচ জন গৃহশিক্ষক ছিলো। টেস্ট পরীক্ষার পর থেকে প্রায় ১০-১১ ঘণ্টা পড়াশোনা চালাতো সে। পড়াশোনার বাইরে গল্পের বই ও গান শুনতে ভালোবাসে ইন্দ্রাণী। তার ইচ্ছা ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়া। মাধ্যমিকে অষ্টম স্থান লাভ করে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাই স্কুলের ছাত্র দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য। তার প্রাপ্ত নাম্বর ৬৮৬। সে শব্দ বর্ধমানের ছোট নীলপুর পিরতলা এলাকার বাসিন্দা, বাবা একজন দস্ত চিকিৎসক, মা বাড়ির সংসার চালানা। দেবজ্যোতি জানায় রীতিমতো সে সাত থেকে আট ঘণ্টা পড়াশুনা করতো, সময় পেলে সত্যজিত রায়ের গল্পের বই পড়তো। আগামীতে ভালো চিকিৎসক হতে চায় দেবজ্যোতি। অপরদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করলো বর্ধমান বিদ্যাপী ভবন গার্লস হাইস্কুলের মেধাবী ছাত্রী সম্পূর্ণা দা। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৪। মেয়ের এই সাফল্যে আনন্দে মেতে উঠেছেন তার বাবা-মা সহ পরিবারের সকল সদস্যরা। বাবা দেব কুমার তা পেশায় প্রাইমারি শিক্ষক। যখন খুশি মেয়ে পড়াশোনা করতে বসতো এবং অবসর সময়ে গল্পের বই পড়তে ভালোবাসতো। মাধ্যমিকে দশম স্থানের অধিকারী সম্পূর্ণা তা জানিয়েছে, তার এই ভাল ফলের পিছনে বাবা- মা স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকা এবং প্রাইভেট টিউশনের শিক্ষক- শিক্ষিকাদের সমানভাবে অবদান রয়েছে। আগামী দিনে সে মেডিকেল লাইনে পড়তে চায়। এছাড়াও আরও নিনজন মাধ্যমিকে দশম স্থান অধিকার করে। তাদের নাম হল, অনিশ কনোার, মৌর্য পাল, অর্ণব বিশ্বাস। প্রত্যেকেরই প্রাপ্ত নাম্বর ৬৮৪।

মাধ্যমিকে পাশের হারে রাজ্যে ফার্স্ট কালিম্পং!

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ মে : মাধ্যমিকের পাশের হারে রাজ্যে প্রথম স্থান করে নিল কালিম্পং। কালিম্পং শহরের ও শহরতলির বিভিন্ন স্কুলে পাশের হার প্রায় ৯৫ শতাংশের উপর। কালিম্পং জেলার কালিম্পং গার্লস হাইস্কুল, সেন্ট ফিলোমা স্কুল, কালিম্পং সুমি স্কুল-সহ একাধিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা। সেন্ট ফিলোমা স্কুলের প্রিন্সিপাল সিস্টার ক্রাইসেগাঁট বলেন, আমরা পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করার কাজও করে গেছে। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা ছিল, যাতে সবাই ভালো করে পাশ করে! অন্য দিকে, কালিম্পং জেলার প্রথম স্থানধিকারী লিওম লেপচা বলেন, হার্ডওয়ারই আসল কথা। আমার এই সাফল্যের গোপন কথা। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। যা নিয়ে শুধু পরীক্ষার্থী নয়, তার পুরো পরিবারও খুব উদ্বিগ্ন থাকে। সেই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল আজ। এদিন, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মাধ্যমিকের রেজাল্ট নিয়ে সংবরন ছিল গোটা রাজ্য। এ বছর মাধ্যমিকে পুরুলিয়া থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল পুরুলিয়া জেলা স্কুলের ছাত্র সাম্যপ্রিয় গুপ্ত। ৬৯২ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল সে। পেয়েছে

৯৮.৮৬ শতাংশ নম্বর। সায়ের বাড়ি পুরুলিয়া শহরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ড লোকনাথপল্লিতে। বাবা সুনীতিপ্রিয় গুরু পুরুলিয়া জেলা স্কুলেরই বাবা বিভাগের শিক্ষক। মা গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষিকা। পড়াশোনা ছাড়া ফ্রেক্ট খেলতে এবং তবলা বাজাতে ভালোবাসে সে। আগামীদিনে চিকিৎসক হতে চায় সাম্যপ্রিয়। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে এবার মাধ্যমিকে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করল জেলার কৌশুভ সাউ। মেদিনীপুর শহরের ধর্ম-সংলগ্ন রামকৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দা কৌশুভ। আগামীদিনে ইঞ্জিনিয়ার হওয়াই লক্ষ্য কৌশুভের। বীরভূমের ছবিটাও এদিন উজ্জ্বল। মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ বছর বীরভূমের সিউড়ির আরিত্রিক সৌ সপ্তম স্থান অধিকার করল। অরিত্রিক সিউড়ির ইন্দ্রিরাপল্লির বাসিন্দা। তার প্রাপ্ত নম্বর হল ৬৮৭। আরিত্রিক সিউড়ির সরোজনী দেবী সরস্বতী শিশুশিক্ষারের ছাত্র। আরিত্রিকের বাবা পেশায় একজন শিক্ষক। তিনি বুবারদপুর স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি জানিয়েছেন, পড়াশোনার বিষয়ে আরিত্রিক খুব সচেতন। তাকে পড়াশোনার জন্য কোনও দিন বাড়তে হত না বলেই তিনি জানিয়েছেন। নিজে থেকেই নিজের

সমস্ত পড়শোনা করে নিত সে, তাঁরা তাকে কেবল মনিটরিং করতেন। জলপাইগুড়ি জেলায় প্রায় ২৫ হাজার পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। জলপাইগুড়ি আনন্দ মডেল বিদ্যালয় থেকে সকাল দশটায় ক্যাম্পেদর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে মার্কশিট তলে দেওয়া হল। গত বছর জলপাইগুড়িতে মাধ্যমিকের ফল তেমন ভালো হয়নি। দক্ষিণ দিনাজপুরে বাবুরঘাটের উদয়ন প্রসাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১। রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে উদয়ন। ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায় সে, খেলা দেখা তার হবি। উত্তর দিনাজপুরেও মাধ্যমিকের বিটা উজ্জ্বল। মেধা তালিকায় দশম স্থানধিকারিণী রায়গঙ্গা গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রী ভৌমি সরকার। প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮। তার বাবা সৌমেন সরকার রায়গঙ্গা কোর্টের কর্মী। মা হ্যাপি মণ্ডল সরকার পেশায় পার্শ্বশিক্ষিকা, ইটাহারের এক হাইস্কুলে কর্মরত। মধ্যাতিব পরিবারের রয়ের সাফল্যে খুশি বাবা-মা। আগামী দিনে বায়োজিজি নিয়ে গবেষণা করতে চায় ভৌমি। লেখাপড়ার ফাঁকে গান গাইতে ও গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে সে।

ফ্রান্সে পাড়ি, জলপাইগুড়ির ফার্মাস ক্লাবের উৎপাদিত আদা

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ মে : ফ্রান্সে পাড়ি দিতে চলেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সম্মানী পাড়া ফার্মাস ক্লাবের উৎপাদিত আদা। উল্লেখ্য সম্মানীপাড়া ফার্মাস ক্লাবের চাষী পরিতোষ মন্ডল তার অল্প জমিতে মিশ্র চাষে সফল। একই মাটিতে তিন থেকে চার ধরনের ফসল চাষ করেছেন তিনি। যেমন নিচে আদা, উপরে বিস্কা এবং পুঁইশাক চাষ করেছেন।এই মাটিপানায় চাষে তিনি খেতেই সাফল্য অর্জন করেছেন। এবং তার জমির উপাদিত আদা পাড়ি দেবে ফ্রান্সে। পরিতোষবাঈ বলেন দীর্ঘ পরিচর্যা ফলে একই জমিতে আদা পুঁইশাক, হলুদ এবং বিস্কা, লাউ চাষ করে তিনি যথেষ্টই সাফল্য অর্জন করেছেন।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of "Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for 20 days in respect to the Infrastructure facility to be provided at 02 nos accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Chandannagar Police Commissionerate for advance CAPF Coys. to be deployed in ensuing Parliamentary Election- 2024.." NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-07 of 2024-25 Bid Submission closing date: 03/05/2024 upto 02.30 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte. Hooghly Electrical Division
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ পিপিএমএম/গ্রিইএলএ/টিপি/২০২৪/১৬, তারিখঃ ১০.০৫.২০২৪। "ই" স্টোকেরপের্ট পক্ষটির জন্য টেন্ডার। ডাক্তারেরপাণ্ডিতবির তরফে হিঙ্গলিপাশ ডিঅ মেডিরিনাল মনোজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ আডমিনিস্ট্রিটভি ব্লিঙ্ক, ১১, গার্ডেনেরী রোড, কলকাতা-৭০০০০৪ কর্তৃক নির্দলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, যেগুলি যেরেবসাইট www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি দুপুর ২টায় বন্ধ হবে।
ক্রমিক নং; টেন্ডার নং; নির্মাণতহবিল; বর্ণনামূলক বিবরণ, পরিমাপ ও ছোটাকি এরপরিমাপনিসমিঃঃ ১; ৩৮-২৪৩৮৬৮; ২৭.০৫.২০২৪; বিঃএক্সএনএইচএল ওয়ালনের জন্য এসএনটি ইন্সট্রা; ৩০০ টি ও ৩.২২০ টাকা। ২; ৩৮-৪৪৩৮২২; ২৮.০৫.২০২৪; বিঃএক্সএনএইচএল ওয়ালনের জন্য এসএনটি ইন্সট্রা; ৩০০ টি ও ৩.২২০ টাকা। ৩; ৩৮-২৪৩৮৮২; ২৮.০৫.২০২৪; ৭/৮*(২২.২২ মিমি) ডার্মা ডিস্প্রেস্টেড/গ্যালভানাইজড লক সেক্ট, কলারসহ, গ্রিপ নং ২০ ও গ্রিপ রেশ ৩১.৭৫-৩৮.১০ মিমি; ১৩৬৬৩৮ টি ও ৩.৯৭.১৮০ টাকা। ১৭; আইই৪৪৩৮৩৫; ২৮.০৫.২০২৪; সিবিসি ই শাক্স ওয়ারার স্ট্রেট সহ ক্যাপলার বডি; ৫০০ টি ও ৩.৫০.৪৬০ টাকা। ১০; আইই২৪৫০৩৬৭; ২৮.০৫.২০২৪; সেক্টার বাস্পার ক্যাপলারের জন্য জুস্টেট গিয়ার; ২৫০ টি ও ২.৪২.৯০০ টাকা। ১১; আইই২৪৫০৩৭৭; ২০.০৫.২০২৪; অ্যাক্সপার (নোরো ডা); ৫০০০ টি ও ১.৭৯.২০০ টাকা। ১২; এই৪৪৩৮১১১; ২৭.০৫.২০২৪; অ্যাক্সেল বন্ড অ্যাসফল্ট কম্পাউট ইটাদি; ৩৬ টি ও ৫২.১৭০ টাকা। ১৩; ৩৩২৩৫০২২; ০৬.০৫.২০২৪; কম্পাউট জরুপেসি সিস্টেম; ৮ সেট ও ১১.৮৪.৪২০ টাকা। ১৪; ৩৩২৪৩২৪৪১; ২২.০৫.২০২৪; জম্মত হাই টেনসাইল টাউট লক সেক্টার বাস্পার ক্যাপলার; ১৯৯ টি ও ৯.৭৯.৮০০ টাকা। ১৫; ৩০২৪৩৬৩৮; ২৭.০৫.২০২৪; আইসিসি কোয়ালিটি; ৩৮৪ ফীড হাইপার হোস ক্যাপিং; ২২,০০০ টি ও ৬.৭২.৩০০ টাকা। ১৬; ৩০২৪৩৬৪৫; ০৩.০৬.২০২৪; ব্রেক-বীসনে সেক্টার ওয়ারারের জন্য ৪টি আইসিসি কোয়ালিটি সিস্ট; ২০০০ টি ও ৬৬.৮৮০ টাকা। ১৭; ৩০২৪৩৬৩৬; ১০.০৬.২০২৪; এইস্ট্রেল অ্যাপার ওয়ারার; ২০০০ টি ও ৬৫.৪৮০ টাকা। ১৮; ৩০২৪৩৬৩৮; ১২.০৬.২০২৪; ইলেক্ট্রিসিয়ান রিলাক্টর (২০০ লিটার); ৩০০ টি ও ৬৬.৯৮০ টাকা। ১৯; ৩০২৪১৯৩৫০; ১৭.০৬.২০২৪; বডি বোলস্টার সামান্দ্রসমন-এর উপর সাইড ব্যোরার-এর জন্য ওয়ার্মিং সিস্ট; ১৩০০ টি ও ২.৩১.২৮০ টাকা। ২০; ৩০২৪৩৬১০১; ৩০.০৫.২০২৪; বিঃএক্সএনএইচএল ওয়ালনের জন্য জম্মত উন্ডাক্তাসপল্লভাক্টুগিয়ারইটাদি; ৫৯৯৮ টি ও ৩০.০০.০০০ টাকা। ২১; ৩৮-২৪৩৬৯৬১; ১৮.০৬.২০২৪; বিঃএক্সএল ওয়ালনের জন্য নিউ ডেরওয়ে সিফিনসি ক্রস বার ইটাদি; ৭৫৭৭ টি ও ৩.৯১.৩২০ টাকা। ২২; ৮৪২৪০০৩৬; ২২.০৫.২০২৪; সিবিজিএল রোরার বোরার ইটাদি ও ২৮৮ ইটাদি; ৯১ টি ও ৫৭.৯৯০ টাকা। ২৩; ২৫২৪৩৬১১১; ১৬.০৫.২০২৪; ট্রান্কাপ মোটরের নেজ সাসনেন-এর জন্য বন্ডেড রাবার স্যান্ডউইচ মাউন্টিং; ১০২৮ টি ও ৮৪.৯১০ টাকা। ২৪; ২৫২৪৩৬২১১; ১৭.০৫.২০২৪; মাইক্রোসেসসন নির্ভর ইলেক্ট্রিসিয়ান স্প্রীড কান এলার্ম মার্টিনার সিস্টেম; ৯৪ টি ও ৫.৩৭.২০০ টাকা। ২৫; ২৫২৩১২০৭৫; ২০.০৫.২০২৪; ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রলারের ইন্টার লুকার ও আটটার কন্ট্রলার কম্পাউট এর সেট; ৭২ সেট ও ৬৪.৬০০ টাকা। ২৬; ২৫২৪৪৩৫৭৭; ২০.০৫.২০২৪; ২ সেটি এস-র জন্য ডিজিটাল ন্য ইন্ডিকের; ২৮ সেট ও ৭৭.৪৮০ টাকা। ২৭; ২৫২৪৪৩৫৭৭; ২০.০৫.২০২৪; পাওয়ার সিস্টেম অটি ফন্ট রিসে কিউওপি, টাইপ ডিউড; ৪১ টি ও ৬.৭.০৭০ টাকা। ২৮; ২৫২৪১১১১১; ০০.০৫.২০২৪; হাড্ডেল সহ ইন্ট্রিপেক্টে ব্রেক বাল্ভ এসএস কম্পাউ; ১২১ টি ও ৫৫.৮৪০ টাকা। ২৯; ২৫২৪৪৩৫৭৪; ২০.০৫.২০২৪; উচ্চমাত্রার সাইড বাস্পার অ্যাসেলিং; ১৪৫ টি ও ২৭.২০০ টাকা। ৩০; ২৫২৪১১২০৮; ২২.০৫.২০২৪; এলইউই নির্ভর ট্র্যাপার সিস্টেম; ২৪১ সেট ও ১.২৭.৭০০ টাকা। ৩১; ২৫২৪৪৩৫০৮; ২৭.০৫.২০২৪; ইলেক্ট্রিসিয়ান সেক্টার জন্য এন-৩২ ট্যাপ জোয়ার কম্পাউ; ৪ টি ও ৩.৪৬.৪৮০ টাকা। ৩২; ২৫২৪১২৬৩৮; ২৭.০৫.২০২৪; ইনস্টাটোমোয়াস হাই ডোস্টেক্স সার্কিট; ৪২ টি ও ৬৬.২৭০ টাকা। ৩৩; ২৫২৪১২৬৩৮; ২৮.০৫.২০২৪; হিডাটি টিএম (এক্টএস ২১৫০৫)-এর জন্য কার্নে বার; ৩৫২৮২ ২৫২৪১২৬৩; ২৮.০৫.২০২৪; ফোলি শেয়ার; ২৮.০৫.২০২৪; সাসপেনশন টিউব অ্যাসেলিং-এর ওলারসহ সার্কিট ব্রেক; ৫৩ টি ও ৩.৭৫.২৪০ টাকা। ৩৬; এইট্রিই২৪৪৩১১১; ২৪.০৫.২০২৪; স্প্রিং/বাল্ব পাব্লিক-এ ট্যাপ/আপ এনপ্যাপারস্ট্রোমিং ৫ মিঃ; ১০৬৮০০ টায়েস্ট/আপসলু ও ৮৩.১০০ টাকা। ৩৭; এইট্রিই২৪৫৪৯১১; ২৪.০৫.২০২৪; পিরফকস পাব্লিক-এ ইলেক্সনন রিসিফাট হিড্রোন এরিগ্রোপাটিন ৪০০০ আইহে; ২৩২২০ পিরফকস ও ৬৩.৩৩০ টাকা। ৩৮; এইট্রিই২৪৪৮৮৮; ২২.০৫.২০২৪; স্প্রি পাব্লিক-এ ট্যাপ লিনাটিপটিএ ৫ মিঃ; ৪২২০০০ টায়েস্ট ও ৫৫.৭৯০ টাকা। আইহুই টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিসদ/বিরণ/পেসিফিকেশনার জন্য ও তাঁদের বিস অনলাইনে জমা করার জন্য যেরেবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য মান্যুয়াল টেন্ডার গ্রহীত হবে না। বিঃ২ সন্তব্য দরদাতারা সক

‘ওর কোনও দোষ নেই’ টি২০ বিশ্বকাপে রিক্কে না রাখার আসল কারণ ফাঁস করলেন রোহিতরা

মুম্বই, ২ মেঃ রিক্কে সিংকে কেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল দলে রাখা হয়নি? তা নিয়ে যুক্তি সাজানোর চেষ্টা করলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং ভারতের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার। বৃহস্পতিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে আগরকার দাবি করেন, রিক্কে মূল দলের বাইরে রাখার যে সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে, সেটা সম্ভবত কঠিন কাজ ছিল।

রিক্কে এমন কোনও কাজ করেননি, যে কারণে তাঁকে দলে রাখা হবে না। কিন্তু দলের কনিষ্ঠদের কথা ভেবে রিক্কে ১৫ জনের দলে রাখা যায়নি বলে দাবি করেন আগরকার। শুভমন গিলের ক্ষেত্রেও সেই কথাটা প্রযোজ্য বলে দাবি করেন তিনি। ভারতের নির্বাচক প্রধান বলেন, “এটা আমার পক্ষে সবথেকে কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। এতে ওর কোনও দোষ নেই বা ও এমন কোনও কাজ করেনি, যেটা ভুল ছিল। কিন্তু আমাদের মূল দলে যত বেশি সুযোগ থাকে, সেটা চাইছিলাম আমরা। আমাদের মনে হয়েছিল যে দলে বাড়তি বোলার থাকলে বেশি সুবিধা হবে।” রোহিত যেমনটা বলেন, “আমরা এখনও (ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আমেরিকার) পরিস্থিতি নিয়ে বেশি কিছু জানি না। রিক্কে জন্ম এটা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু আমরা মূল দলে মাত্র ১৫ জনকে নিতে পারি। তবে

রিজার্ভ দলে আছে। (বিশ্বকাপের মূল দলে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে) এতটাই কাছে চলে এসেছিল ও।” যদিও সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, ঠিক কোনদিক থেকে রিক্কে বাদ রাখলেন রোহিত-আগরকাররা? এখন যেভাবে টি-টোয়েন্টি খেলা হয়, তাতে সম্ভবত সূর্যকুমার যাদব, জসপ্রীত বুমনরাহ, রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির পরেই বিশ্বকাপের মূল দলে রিক্কে নাম থাকা উচিত ছিল। অথচ একজন “প্রপার” ফিনিশারকে দলেই রাখা হল না। যিনি ভারতের জার্নিতে ১১টি টি-টোয়েন্টি ইনিংসে ৩৫৬ রান করেছেন। স্টুডিও রটে ১৭৬.২৩। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে রিক্কে হয়ে গলা ফাটিয়ে কৃষ্ণচামারি শ্রীকান্ত বলেন, “দক্ষিণ আফ্রিকা ও ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছিল। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচটা মনে আছে? যে ম্যাচে রোহিত শতরান করেছিলেন? ২২ রানে চার উইকেট পড়ে গিয়েছিল ভারতের। সেখান থেকে ২১২ রান করেছিল। একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিল রিক্কে। যখনই ভারতের হয়ে খেলেছে, তখনই নিজের সবকিছু উজাড় করে দিয়েছে। এটা জঘন্য, এটা জঘন্য নির্বাচন। কেন চারজন স্কিপার লাগবে? কেন ওদের সবাইকে দেখতে হবে? কয়েকজনকে খুশি করতে এই নির্বাচন করা হয়েছে। আর রিক্কে সিংকে বলির পাঁটা করে দিয়েছ।”

হার্দিকের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন, বুমনরা কেন ডেপুটি নন, ইরফান জবাব চাইলেন!

মুম্বই, ২ মেঃ রোহিত শর্মার পরবর্তী যুগে কে সামলাবেন ভারতীয় টিমের দায়িত্ব? নতুন প্রজন্মের একবার নাম উঠে আসছে। কিন্তু বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্ত অবাক করে দিচ্ছে। একবারি কোচ্য নাম থাকা সত্ত্বেও কেন বোর্ড হার্দিক পাণ্ডিয়াকেই ডেপুটি বেছে নিল রোহিতের, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন কেউ কেউ। তাঁদের স্পষ্ট কথা, যিনি চোটের কবলে পড়ে মার্চের বাইরে ফেরেন অধিকাংশ সময়, তাঁকে ভারতীয় টিমের সাদা বল ফর্ম্যাটের নেতা ভাবা যায় না। জসপ্রীত বুমনরার মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কেন ভাবা হল না ডেপুটি হিসেবে? বুমনরার প্রতি অবিচার হার্দিকও একবার করা হল? সবচেয়ে বড় কথা হল, হার্দিকের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন কেউ কেউ। তিনি ইরফান পাঠান। ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন, “এর আগে হার্দিক ভারতের টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন হয়েছে। কিন্তু রোহিতকে পরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপের পর ভারতের নতুন পরিকল্পনা নিশ্চিত ভাবেই থাকবে। হার্দিক, সূর্যকে নতুন ক্যাপ্টেন

হিসেবে ভাবা যেতেই পারে। কিন্তু হার্দিকের পারফরম্যান্স, ধারাবাহিকতা, দায়বদ্ধতা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন থাকছেই। ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলাটা কিন্তু দেশের হয়ে খেলার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। চোট-আঘাত থাকলেই কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে ধারাবাহিক ভাবে ভালো খেলার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রাখতে হয়। কিন্তু একটা প্লেয়ার, চোট থেকে ফিরে সে সব না করেই জাতীয় টিমে ঢুকে পড়ল। এটা ঘটনা ঠিক নয়। এমন ঘটনা কিন্তু টিমের বাকিদের কাছে একটা খারাপ বার্তা পাঁছে দেয়। কাউকে বিশেষ সুবিধা দিলে টিমের পরিবেশ নষ্ট হয়। ক্যাপ্টেন হিসেবে হার্দিক কটটা ভালো, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। রোহিতকে সরিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেতা করা হয়েছে তাঁকে। কিন্তু টিমের পারফরম্যান্স তলানিতে টিমকে তাতানো, লড়াইয়ে ফেরানোর ক্ষেত্রে হার্দিকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন প্রাক্তনরা। ইরফান তো বলেই দিচ্ছেন, “বুঝতে পারছি কোন আঙ্গুল থেকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছে হার্দিককে। কিন্তু বুমনরা ভালো বিকল্প হতে পারত।”

আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতকে খেলতে হবে লাহোরে

ইসলামাবাদ, ২ মেঃ আগামী বছরে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আইসিসির এই মেগা টুর্নামেন্টে খেলার কথা ভারতীয় ক্রিকেট দলেরও। কিন্তু পাকিস্তানে ভারতীয় দল দীর্ঘদিন খেলতে যায়না। তবুও পাক বোর্ড আশা করছে ২৭ বছরের অশোকার পর ফের ভারতীয় দল যাবে পাক সফরে। খেলবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। আইসিসি ইভেন্ট হওয়ায় তাঁরা ভারতকে খেলার ব্যাপারে চাপ তৈরি করতে পারবেন বলেও মনে করছে। ভারতে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের সন্ত্রাস তৈরির চেষ্টার জন্য বহুদিন সেদেশে কোনও সিরিজ খেলে না ভারত। শুধু ক্রিকেটের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য খেলার ক্ষেত্রেও সেদেশে ক্রীড়াবিদদের ছাড়তে আগ্রহ দেখায় না ভারত সরকার। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, পাকিস্তানে এশিয়া কাপ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারত



ভেনু প্রকাশ পাক বোর্ডের

সেখানে খেলতে যেতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ভারতের ম্যাচ হয় শ্রীলঙ্কায়। তাতে পাকিস্তান রুপ্ত হলেও কিছুই করার ছিল না, কারণ দীর্ঘদিন ভারতের তরফ থেকে শান্তির বাতী দেওয়া হলেও ভারতে হামলার আগে ২০০৮ এশিয়া সন্ত্রাসবাদীদের বরাবরই তাঁরা রক্ষা করে। ফলে শত্রুতা ও ক্রিকেট একত্রে সম্ভব নয়, বলে জানিয়ে দিয়েছিল ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের সব ম্যাচই দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের লাহোরে। ১৫ দিন ধরে চলা এই প্রতিযোগিতায় ভারতের সব খেলা একই শহরে দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এছাড়া করাচি এবং রওয়ালপিন্ডিতে আইসিসির এই প্রতিযোগিতার আসর অন্য ম্যাচগুলো হওয়ার কথা রয়েছে। লাহোরেই

ক্রফিতে অংশগ্রহণকারী সব দলই পাকিস্তানে সিরিজ খেলতে গেছে, ব্যতিক্রম একমাত্র ভারত। ফলে আসৌ তাঁরা আগামী বছরেও খেলতে যাবেন কিনা, সেই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। মুম্বই হামলার আগে ২০০৮ এশিয়া কাপে ভারত দল পাঠিয়েছিল। কিন্তু এরপর আর ভারতীয় দল পাকিস্তান সফরে যায়নি। এক্ষেত্রেও মেন ইন ব্লুজরা সেদেশে যাবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেবে ভারত সরকার। কারণ এই বিষয় বিসিসিআইয়েরও ক্ষমতা নেই এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। উল্লেখ্য ১৯৯৬ বিশ্বকাপের পর এই প্রথম পাকিস্তানে ফের কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতার আসর বসতে চলেছে।

পিএসজিকে হারিয়ে এক পা এগিয়ে ডর্টমুন্ড

ডর্টমুন্ড, ২ মেঃ বলে দলল, একের পর এক আক্রমণ আর ডর্টমুন্ড রক্ষণে লাগাতার চাপ তৈরি করে ম্যাচের বেশির ভাগ সময় নিয়ন্ত্রণে ছিল কিলিয়ান এমবাপেরে দলই। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ডর্টমুন্ডের মাঠে কাঙ্ক্ষিত গোলটাই পায়নি পিএসজি। বিপরীতে প্রথমার্ধে নিকলাস ফুলকুগের জাল খুঁজে পাওয়া আর ভাগ্যের সহায়তা ও রক্ষণের দৃঢ়তায় সেই গোল ধরে রেখে ১-০ ব্যবধানের জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে ডর্টমুন্ড। সিগনাল ইডুনা পার্কের ম্যাচটিতে প্রথমার্ধে তিনটি শট নিয়ে একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি পিএসজি। এর দুটিই পোস্টের বাইরে মারেন উসমান দেম্বেলে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্মর্কদের বলে বলীয়ান ডর্টমুন্ড পাঁচটি শট নিয়ে চারটিই লক্ষ্যে রাখে। এর মাঝে ১৪ মিনিটে মার্সেল স্যাচিটজারের



শট আটকান জিয়ানলুইজি দোমারস্কা। ৪৪তম মিনিটেও স্যাচিটজারের আক্রমণ রুপে দেন পিএসজি গোলকিপার। ডর্টমুন্ড তাদের জয়ের গোলটি পায় ৬৬তম মিনিটে।

নিজেদের অর্ধ থেকে নিকে প্লটারবেক লম্বা করে বল বাড়ালে দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণে নেন ফুলকুহ্লা। এরপর বাঁ পায়ের শটে বল জালে

নতুন উদ্যমে শুরু করা পিএসজি গোল পেয়ে যেতে পারত ৫১ মিনিটেই। তবে দুর্ভাগ্যবশত পরপর দুইবার বল লাগে পোস্টে। প্রথমে এমবাপের শট লাগে দূরের পোস্টে, ডর্টমুন্ড রক্ষণ বল বিপদমুক্ত করতে না পারার এক পর্যায়ে পেয়ে যান আশরাফ হাকিম। তাঁর শট লাগে আরেক পোস্টে। ৬০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করার সুযোগ ছিল ফুলকুহ্লের সামনে। জোদান সানচোর বাড়ানো বল নিয়ে পুরো জাল সামনে পেলেও বল ওপর দিয়ে উড়িয়ে মারেন তিনি। একই ভাবে ৮১ মিনিটে সুযোগ নষ্ট করেন পিএসজির দেম্বেলেও। শেষ দিকে পিএসজি গোলের জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালালেও ডর্টমুন্ড রক্ষণে বাড়তি মনোযোগ দিয়ে সেট রুখে দেয়। মাঠ ছাড়ে সেমিফাইনাল লড়াইয়ে এগিয়ে থেকেই। প্যারিসে দ্বিতীয় লেগে আগামী মঙ্গলবার।

ক্যাপ্টেন এবং ক্রিকেটার হার্দিকের ভরাডুবির পিছনে কে?

রোহিতকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন প্রাক্তন!

মুম্বই, ২ মেঃ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্যাপ্টেন হিসেবে হার্দিক পাণ্ডিয়ার ব্যর্থতার কারণ কী? এ বারের আইপিএলের পয়েন্ট টেবিলে তলানিতে রয়েছে এমআই। নেতা হিসেবে টিমকে মোটিভেট করতে পারেননি হার্দিক। প্লেয়ার মধ্যে থেকে বের করে আনতে পারেননি সেবাটা। শুধু তাই নয়, ক্যাপ্টেন অনেক সময় নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে তাতান টিমকে। তাও হার্নি হার্দিকের তরফে। ব্যাট হাতে একটা ম্যাচ ছাড়া তেমন পারফরম্যান্সই নেই। বল হাতেও টানতে পারেননি।

বদলা নিয়েছেন! রোহিতকে নেতৃত্ব থেকে ছাটাই করে মুম্বইয়ের ক্যাপ্টেন করা হয়েছে হার্দিককে।

ঘনিষ্ঠমহলও এ নিয়ে মুখ ঝুলেছিল নানা সময়। সেই কারণেই কি রোহিত পাশে দাঁড়াননি হার্দিকের?



টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে এই সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল না, তা প্রমাণ হবে গিয়েছে। নেতৃত্ব যাওয়ার পর রোহিতের ভক্তকুল প্রবল ভাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। রোহিতের

হার্দিককে ঠিক মরসুম শুরুর আগে ক্যাপ্টেন করা হয়েছে, সেই সঙ্গে হার্দিকের পারফরম্যান্স সব মিলিয়ে মুম্বই আর সাকসের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। এই কারণগুলোর কারণেই মুম্বইয়ের পতন।” শুধু টিম নয়, ক্রিকেটার হার্দিক পাণ্ডিয়ার ব্যর্থতার কারণ তুলে ধরেছেন বাসিত আলি। তাঁর কথায়, “৫০ ওভার বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর হার্দিক ভেবেছিল ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের ক্যাপ্টেন হবে। সেই কারণেই ও কিন্তু মুম্বইয়ে ফিরে যায়। কিন্তু বিসিসিআই ঘোষণা করে যে, রোহিতই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেবে, হার্দিক তখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমার তো মনে হয়, এরই প্রভাব হার্দিকের পারফরম্যান্সে পড়েছে। ক্যাপ্টেন হিসেবে খুব খারাপ ফল করেছে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু রোহিত ওকে সাহায্য করতে পারত।”

টি২০ বিশ্বকাপে শেষ চারে ভারতকে দেখছেন না ভন, কাদের রাখলেন নামী প্রাক্তন

লন্ডন, ২ মেঃ টি২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দল ফেভারিট, অনেক প্রাক্তনই সেট মনে করছেন। ১ জুন থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আমেরিকায় শুরু মেগা ইভেন্ট। ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু হয়ে গিয়েছে ওই ইভেন্টে সেমিফাইনালে কোন চারটি দল যেতে পারে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ডন বলেছেন, আমার বিচারে ভারতীয় দল শেষ চারের দৌড়ে নেই। তিনি মনে করছেন, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই দৌড়ে রয়েছে। বুধবার ইংল্যান্ডের নামী প্রাক্তন অধিনায়ক নিজের মত এজ আকর্ডিন্টে জানিয়েছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরে রীতিমতো ট্রোলিং হতে শুরু করেন ভন। ২০২৩ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের আগেও চারটি দেশকে সেমিফাইনালের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল নিজের দেশ ইংল্যান্ড ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়াকে তালিকাতাই রাখেননি। শেষমেশ অজিরাই বিগসেরা হয়েছিল। শেষ চারের দলে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তান ছিল না। অনেকেই লিখেছেন, ভারতকে না বেখে আপনি ভাগই করেছেন। কারণ আপনার কথা কোনওদিনই মেলে না!

বলিউডে এন্ট্রি নিতে চলেছেন কেকেআরের তারকা

রিয়াধ, ২ মেঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর জোড়া গোলে কিং কাপের ফাইনালে উঠেছে আল নাসর। গতকাল রাতে রিয়াধে সেমিফাইনালে আল খালিজকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে আল হিলালের মুখোমুখি হয়েছে। নিশ্চিত করেছে আল নাসর। গত মঙ্গলবার আল হিলালকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে আল হিলাল। ৩১ মে জেদ্দার কিং আবদুল্লাহ বক্স ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি দুসপ্তাহ ধরে চলা এই প্রতিযোগিতার আসর বসতে চলেছে। ২০১৫ সালের পর থেকে চ্যাম্পিয়ন্স

কোন ভূমিকায় দেখা যাবে রাসেলকে?

রোনাল্ডো! হয়তো গোলও পেতেন এবং দ্বিতীয়ার্ধের গোলটি মিলিয়ে তাঁর হ্যাটট্রিকও হয়ে যেত। কিন্তু পেনাল্টি শটটি সতীর্থ সাদিও মানেকে নিতে দেন রোনাল্ডো। স্পটকিক থেকে গোল করতে ভুল হয়নি সেনেগালিজ ফরোয়ার্ডের। ৫৭ মিনিটে রোনাল্ডোর শট ঠেকান সেহিক। কিন্তু ফিরতি বলে শট নিয়ে ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোলটি তুলে নেন পর্্তুগিজ কিংবদন্তি। ম্যাচে আরও গোল পেতে পারত আল নাসর। কিন্তু সেহিক মোট ৯টি সেভ করায় আর গোল পায়নি আল নাসর। আল খালিজের জন্য অবশ্য পরিস্থিতি আরও বাজে হয় ৭৭ মিনিটে। তার প্রথম গোল পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন আল খালিজের সেন্টারব্যাক মোহামেদ আল খাবরানি। তার আগেই পিচজের বাকি সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় আল খালিজকে। ৮২ মিনিটে ফাওয়াজ আল তোরাইস আল খালিজের হয়ে একটি গোল পরিশোধ করেন।



হাওয়াজ আল তোরাইস আল খালিজের হয়ে একটি গোল পরিশোধ করেন।

যে মাসের সংখ্যা

সুচিকিংসা ২৬ বর্ষ • বর্ষ সংখ্যা • ১ মে ২০২৪



রোনাল্ডো! হয়তো গোলও পেতেন এবং দ্বিতীয়ার্ধের গোলটি মিলিয়ে তাঁর হ্যাটট্রিকও হয়ে যেত। কিন্তু পেনাল্টি শটটি সতীর্থ সাদিও মানেকে নিতে দেন রোনাল্ডো। স্পটকিক থেকে গোল করতে ভুল হয়নি সেনেগালিজ ফরোয়ার্ডের। ৫৭ মিনিটে রোনাল্ডোর শট ঠেকান সেহিক। কিন্তু ফিরতি বলে শট নিয়ে ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোলটি তুলে নেন পর্্তুগিজ কিংবদন্তি। ম্যাচে আরও গোল পেতে পারত আল নাসর। আল খালিজের জন্য অবশ্য পরিস্থিতি আরও বাজে হয় ৭৭ মিনিটে। সে সময় চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন আল খালিজের সেন্টারব্যাক মোহামেদ আল খাবরানি। তার আগেই পিচজের বাকি সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় আল খালিজকে। ৮২ মিনিটে ফাওয়াজ আল তোরাইস আল খালিজের হয়ে একটি গোল পরিশোধ করেন।

সুচিকিংসা

২৬ বর্ষ • বর্ষ সংখ্যা • ১ মে ২০২৪

ফুম

- ক্যান্সার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবার পাঁচটি শর্ত
- ক্যান্সার বধন প্যাংক্রিয়াস
- রোবট প্রযুক্তিতে নী আত হিপ রিপ্লেসমেন্ট
- নির্বৃত্ট স্টেট যাত্রা
- হার্ট অ্যাটাক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ
- মানবজীবনে যুগের প্রয়োজনীয়তা
- নিরাধীনতার সন্ধ্যা
- পর্নোগ্রাফি যুগের দরকার নু-অভ্যাস
- হানি রিসেসেই সুস্থতার সার্বভকতা

সুচিকিংসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন